রমজানে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেবে ইসরাইল

সারে-জমিন

আরবি নিয়ে আলিয়ার পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক সেমিনার

রূপসী বাংলা

রাশিয়া হাসছে, ইউরোপ কাঁদছে...

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা

সাধারণ

পাকিস্তানে না গিয়ে বিশাল সুবিধা পাচ্ছে ভারত: কামিন্স

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১৩ ফাল্গুন ১৪৩১
২৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 56 ■ Daily APONZONE ■ 26 February 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ফের সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক সেলিম

আপনজন ডেস্ক: সর্বসম্মতিক্রমে ফের সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হলেন মুহাম্মিদ সেলিম। মঙ্গলবার হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিন সেলিমকে রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত করে ৮০ জনের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে ১৪ জন মহিলাকে। তাঁরা হলেন, দেবলীনা হেমব্রম, রমা বিশ্বাস, রূপা বাগচী, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, বিলাসী বালা, কণিকা ঘোষ, মধুজা সেন রায়, শ্যামলী প্রধান, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, অত্রেয়ী গুহ, গীতা হাঁসদা, শেখ হাসিনা, জাহানারা খান এবং কেঞ্জি রবিউল ফতেমা (আলেয়া)। এবারের ৮০ জনের কমিটিতে রয়েছেন ১১ জন নতুন মুখ। বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন অশোক ভট্টাচার্য, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, অমিয় পাত্র, সুখেন্দু পানিগ্রাহী প্রমুখ। বাদ দেওয়া হয়েছে কমিটি থেকে। রাজ্য কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিপিএম নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে। তবে এবারের কমিটিতে দেখা গিয়েছে, বেশ কয়েকটি নতুন নাম। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য,দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক রতন বাগচী। কলকাতার সিটু নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক বিজয় পাল।

সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সেলিম বলেন, বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজন আনার চেষ্টা করছে, যার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ভিত্তি তৈরি করেছিল।

তিনি বলেন, রমজান, ঈদ, রামনবমী একের পর এক আসবে। এই সুযোগগুলি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য ব্যবহৃত হবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রুখতে সমস্ত সিপিএম কর্মীদের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি। শত শত দলীয় কর্মীর উপস্থিতিতে সেলিম বলেন, "আজ ২৫ তারিখ, আগামীকাল ২৬ তারিখ থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য লড়াই শুরু করব।

দিল্লিতে ঐক্য সম্মেলনে শিখ-মুসলিম নেতারা

ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার অঙ্গীকার

আপনজন ডেস্ক: শিখ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা আইআইসিসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য সম্মিলিত আন্দোলন (সিএমসিআরএম) সম্মেলন ২০২৫-এ জড়ো হয়েছিলেন, ঐক্য ও সাংবিধানিক অধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে। 'মালেরকোটলা লিগ্যাসি' থিমযুক্ত এই অনুষ্ঠানটি আজকের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রান্তিকতা এবং সংহতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে তুলে ধরেছে। শিখ ধর্মাবলম্বী তখত শ্রীদমদমা সাহিবের প্রাক্তন জাঠেদার জ্ঞানী কেওয়াল সিং সাম্যের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সংবিধানে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনও বিশ্বাসঘাতকতা বোধ করে। শিখ ও মুসলমানদের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের মতো আন্দোলনে। প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় আসলাম শের খান রাজনীতি, ক্রীড়া এবং জাতীয় সংগ্রামে তাদের সম্মিলিত অবদানের কথা উল্লেখ করে শিখ-মুসলিম সহযোগিতার ঐতিহাসিক শক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালের হকি বিশ্বকাপ জয়কে তাদের ঐক্যের সাফল্যের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা কীভাবে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, 'মালেরকোটলা চেতনা'কে পুনরুজ্জীবিত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল সে বিষয়টিও তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন।

সাংবাদিক পরমজিৎ সিং গাজী ২০১৪ সাল থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে উল্লেখ করেছেন যে সিএএ এবং কৃষক বিলের মতো সিদ্ধান্তগুলি সম্মতি ছাড়াই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্র এখন আর আমাদের অনুমোদন চায় না। এটি কেবল তার ইচ্ছা প্রয়োগ করে। তিনি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৃহত্তর জোটের আহ্বান জানান। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে। বিবি রঞ্জিত কৌর ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গার কথা স্মরণ করে তার সম্প্রদায় যে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিল তার কথা তুলে ধরে বলেন, সেই মুহূর্তটি আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা কতটা দুর্বল ছিলাম। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে।

উত্তর কাশ্মীরের মিরওয়াইজ মৌলানা পারি হাসান আফজাল ফিরদসী মালেরকোটলার নবাব শের মোহাম্মদ খানের গল্প বর্ণনা করেছিলেন, যিনি গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পুত্রদের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, কীভাবে দেশভাগের সময়েও মালেরকোটলায় শান্তিপূর্ণ ছিল। সংহতির এই ঐতিহ্যকে সারা ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

শিখ পণ্ডিত প্রম্পপাল সিং সাবরা ভাই মর্দানার সাথে গুরু নানকের সম্পর্কের উদ্ধৃতি দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের ঐক্য নতুন নয়; এটি শতাব্দী প্রাচীন।

কেন্দ্র এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘুদের বৃত্তি কেড়ে নিচ্ছে: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন সরকার এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের বৃত্তি "ছিনিয়ে নিয়েছে"। তিনি দাবি করেন, বিজেপির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগান দুর্বল শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করে। খাড়গে প্রশ্ন তোলেন, দেশের দুর্বল অংশের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত এবং তাদের দক্ষতাকে উৎসাহিত না করা পর্যন্ত কীভাবে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে? খাড়গে এক্স-এ হিন্দিতে একটি পোস্টে বলেন, নরেন্দ্র মোদিজি, আপনার সরকার দেশের এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু বিভাগের যুবকদের বৃত্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। লজ্জাজনক সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, মোদি সরকার সমস্ত বৃত্তিতে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কেবল মারাত্মকভাবে হ্রাস করেনি, বছরের পর বছর গড়ে ২৫ শতাংশ কম তহবিল ব্যয় করেছে। তিনি এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য "কম" বৃত্তির তথ্য তুলে ধরেন।

ঋণের টাকা চাইতে গিয়ে খুন হলেন ফেরিওয়ালা আকরাম, উদ্ধার দেহ

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘদিন সুসম্পর্ক থাকার কারণে চিরাগ গুহ নামে এক ব্যক্তিকে আড়াই হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন আকরাম আলি নামে এক ফেরিওয়ালা। কিন্তু তার সেই ঋণের টাকা চাইতে গিয়ে খুন হতে হল তাকে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোদপুরে ফেরিওয়ালা আকরাম আলিকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তর বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল খড়দহ থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুর সুখচর বাজারপাড়া এলাকায় ওই ফেরিওয়ালাকে খুন করে চিরাগ গুহ বাড়ির ছাদে লুকিয়ে রেখেছিল মৃতদেহ। পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত চিরাগ গুহ নামে এলাকারই বাসিন্দা।

জানা গেছে টিন ভাঙা লোহা ভাঙা প্রভৃতি স্ক্র্যাপ সংগ্রহ সহ ফেরিওয়ালার কাজ করতেন কামারহাটির বাসিন্দা আকরাম আলি। তার সঙ্গে বন্ধুত্বর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল চিরাগ গুহর। চিরাগের প্রয়োজন পড়ায় তিনি আড়াই হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন আকরামের কাছ থেকে। এই ধার দেওয়া টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে চিরাগের সাথে গন্ডগোল হয়েছিল আকরামের। আকরাম সেই টাকা চাইতে চিরাগের বাড়িতে এসেছিলেন। আর সেই সময় চিরাগ গুহ ফেরিওয়ালা আকরাম আলিকে বাড়িতে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি গলায় ও মুখে তার জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে চিরাগ। এলাকার মানুষ মঙ্গলবার দুর্গন্ধ পেয়ে খবর দেয় খড়দহ থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে বাড়ির ছাদ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্ত চিরাগকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত চিরাগ গুহর মা পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

TARGET POINT (R) SCHOOL [H.S.]

P.O.- Haruchak (Sahabajpur), P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda Recognized By: WBBSE, Index No. R-1-283

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২৪

মোহাঃ সাহাবুদ্দিন আলি
৬ষ্ঠ ৬৮৮

আমিনুল ইসলাম
৯ম ৬৮৫

বিশাল চন্দ্র মন্ডল
৯ম ৬৮৫

বিশাল মন্ডল
১০ম ৬৮৪

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২৩

গোলাস মাসুদ বিশ্বাস
৭তম ৬৮৬

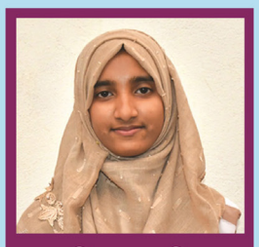
আফিয়া আকিলা
৮তম ৬৮৫

ফারহিন আখতার
৮তম ৬৮৫

সুমাইয়া সুলতানা
১০তম ৬৮৩

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক বোর্ড র‍্যাঙ্কার্স ২০২১

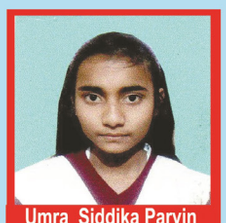
Umra Siddika Parvin
(2021 Board 1st)

Saini Siddika Mandal
(2021 Board 1st)

Faria Hossain
(2021 Board 2nd)

Md Usuf Ali
(2021 Board 3rd)

Kabir Moinuddin Chisty
(2021 Board 4th)

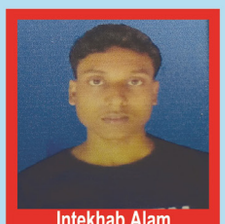
Intekhab Alam
(2021 Board 5th)

Ojair Ahsan
(2021 Board 5th)

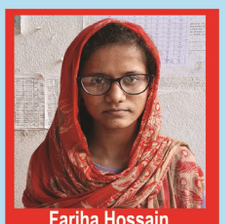
Fariha Hossain
(2021 Board 6th)

Marium Khatun
(2021 Board 6th)

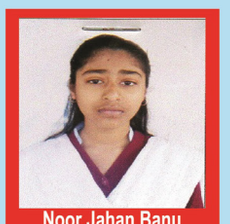
Noor Jahan Banu
(2021 Board 7th)

Sahenewaz Aktar
(2021 Board 7th)

MD NAJME ALAM
(2021 Board 10th)

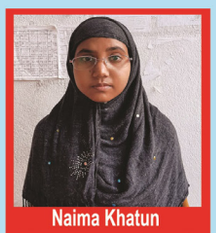
Naima Khatun
(2021 Board 9th)

Mahammadul Hasan
(2021 Board 10th)

ADMISSION TEST
For Class - XI (Sc.)
27th Feb. 2025

নাজনিন আজাদ
বোর্ডে ৮ম স্থান
২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

রাফিকুল হাসান
বোর্ডে ৯ম স্থান
২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

তামান্না ফিরদৌস
বোর্ডে ১০ম স্থান
২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকে

প্রথম নজর

শিক্ষা অনুরাগী ঐক্যমঞ্চের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং লাইব্রেরিয়ানদের সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ২০১৪ এর আওতায় আনার দাবিতে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের নিকট ডেপুটেশন কর্মসূচির ডাক শিক্ষা অনুরাগী ঐক্যমঞ্চের। শিবপুর মন্দিরতলায় ব্যানার হাতে আন্দোলনকারীদের শ্লোগান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। তবে এদিন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কিংকর অধিকারীকে সাঁত্রাগাছি থেকে পুলিশ আটক করায় কর্মসূচি মাঝপথেই থমকে যায়। নবান্ন এবং শিবপুর মন্দিরতলা জুড়ে কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

আগুনে ভস্মীভূত খড়ের পালুই

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের বেলবুনি গ্রামে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগুনে ভস্মীভূত হল খড়ের পালুই। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। এদিন ২ টি খড়ের পালুইয়ে আগুন লাগার খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিকেলে হঠাৎই অসিত হাঁসদা নামে এক ব্যক্তির খড়ের পালুইয়ে আগুন জ্বলতে দেখেন। তা দেখা মাত্রই খবর দেওয়া হয় রাজনগর থানার ভিলেজ পুলিশ বুবাই ব্যানার্জিকে। সেই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন রাজনগর থানার ওসি ঝুমুর সিনহা এবং এএসআই মদন সরকার ও কাজল বাগদি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দুটি খড়ের পালুইয়ের মধ্যে। দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন উপস্থিত হয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। আগুন আয়ত্তে আনার প্রেক্ষিতে এলাকায় স্বস্তির নিঃশ্বাস দেখা দেয় স্থানীয় গ্রামবাসীদের মুখে। যদিও আগুন কিভাবে লেগেছে,কেও সঠিক ভাবে বলতে পারেনি

নাবালিকাকে নিজের বাড়িতে রেখে বিয়ের চেষ্টা, রুখল প্রশাসন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রেখে বিয়ের চেষ্টা নাবালকের, খবর পেয়ে বিয়ে রুখল প্রশাসন । নিজেদের ভালোবাসাকে পরিণতি দিতে দু'জনে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিল। সেই পরিকল্পনা মতো প্রেমিকা সটান এসে ওঠে প্রেমিকের বাড়িতে। পরিবারের মত না থাকলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিক যুগল নিজেদের সিদ্ধান্তে ছিল অটল। অবশেষে খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রেমিকের বাড়িতে হানা দিয়ে রুখল বিয়ে। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিষ্ণুপুরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয় শহরেরই অপর পাড়ার বাসিন্দা এক সহপাঠীর। সম্পর্ক গভীর হতেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই যুগল একে অপরকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে। সেই উদ্যেশ্যে প্রেমিকা সোমবার চলে আসে প্রেমিকের বাড়িতে। এই বিয়েতে প্রেমিকের বাড়ির কেউ মত না দিলেও প্রেমিকের জেদের কাছে হার মেনে অগত্যা প্রেমিকাকে বাড়িতেই রাখতে হয়।
এদিকে গতকাল মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর প্রেমিকার বাড়ির লোকজন পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। আজ বিষ্ণুপুরের জয়েন্ট বিডিও র নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ হানা দেয় প্রেমিকের বাড়িতে। সেখান থেকে প্রেমিক যুগলকে উদ্ধার করা হয়। প্রশাসনের দাবী দুজনেই অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় আপাতত এই বিয়ে সম্ভব নয়। তাই তাদের আলাদাই থাকতে হবে। পরবর্তীতে দুজনে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে সেক্ষেত্রে বিয়েতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

ছবি: চিরঞ্জিত বিশ্বাস

বোলপুর হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আবারো চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। মৃত মহিলার পরিবার-পরিজনেরা মঙ্গলবার ভোর থেকেই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আছে শান্তিনিকেতন থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী। তারা ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। জানা গিয়েছে লাভপুর থানার নবগ্রামের বাসিন্দা ফেন্সি ঘোষের বিয়ে হয় বোলপুর থানার মুলুক গ্রামে। সোমবার রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বছর বাইশের ফেন্সি ঘোষ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। রাতেই তার সন্তান প্রসব হয়। কিন্তু তার পরিবারের অভিযোগ তাকে পরবর্তী চিকিৎসা পরিষেবার দেওয়ার জন্য অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চার ঘন্টারও বেশি বিনা চিকিৎসাতেই পড়ে থাকে ফেন্সি ঘোষ।
অভিযোগ ডাক্তার ও নার্সদের গাফিলতিতে দীর্ঘক্ষণ কোন চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে মঙ্গলবার ভোর বেলায় তার মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই মৃতার পরিবারের লোকজনেরা চিকিৎসক ও নার্সদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সেই খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। জানা গিয়েছে এই বিষয়ে মৃতার পরিজনেরা মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

২০২৬ সালে কাউকে টিউবওয়েলের জলে স্নান করতে হবে না কলকাতায়: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতায়

আপনজন: ২০০৫ সালে ৫৮ ছিলেন আমরা ছিলাম ৪২। ৯৪ এবং ২০২২ সালে ১৩৫। বিজেপি এখন তিনে এসে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভায় বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। লিডার অফ দি হাউস হিসাবে আমি মনে করি ১৪৪ জন কাউন্সিলর আমার চোখ। আমরা সবাই মিলে কাজ করে কলকাতা কে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি কারোর সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে পারি না। কারোর জমি ছিনিয়ে নিয়ে আমরা ভাড়াটিয়াদের ঢুকিয়ে দেব। এই আইনি অধিকার নেই আমাদের। ৩৪ বছর যে কাজ বামফ্রন্টের জল দেওয়ার কথা ছিল। তাদের মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুরের বিধায়ক ছিলেন। তার পরেও সেই অঞ্চলে জল পৌঁছতে পারেনি কেন প্রশ্ন তুললেন মেয়র। ৭০০ কোটি টাকা দিয়ে আমরা যাদবপুরের জল সরবরাহ করেছি। কলকাতায় যদি জল নষ্ট না হয় তাহলে জলের কষ্ট থাকার কথা নয়। যাদবপুর অঞ্চলে ১০ মিলিয়ন গ্যালন জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী ২৬ সালে

আর টিউব ওয়েল এর জলে স্নান করতে হবে না বলে বাম কাউন্সিলর নন্দিতা রায়কে কটাক্ষ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আমরা কিছু কিছু জায়গায় ওয়াটার মিটার লাগিয়েছি। কিন্তু সফল হয়নি। আমরা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ওয়াটার মিটার লাগানো হবে বলে জানান মেয়র।
তিনি বলেন যে মানুষের জানার উচিত যে স্পেসিফিকেশন থাকবে। যে কাজ হচ্ছে কতদিন কাজ শেষ হবে। আমরা প্লাস্টিক দিয়ে রাস্তা তৈরি করছি। তার ভালো ফল পেয়েছি। আমরা গাছ কাটা নিয়ে এবং উনপ্ল্যান ভাবে করতে হবে। আমাদের বায়ু দূষণ ভালো নেই। তার কারণ মুম্বাইয়ের মত সমুদ্র নাই। সে কারণে এয়ার কোয়ালিটিকে স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের আর্থিক অনটন আছে। আমাদের এখানে ৫০% বেশি মানুষ গরীব থাকেন। ৯.১৬% রেভিনিউ বাড়িয়েছি। আমরা ঘাটতি মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। সরকারি অনুদান প্রায় ৩৯% বৃদ্ধি হয়েছে। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, এই বছর ২০হাজার অনুমোদনহীন বাড়িকে অনুমোদন করিয়ে তার আওতায় নিয়ে এসেছি। আমার পক্ষ থেকে সরকার কে প্রস্তাব দিয়েছি যে দুটো ট্যাক্স নয় একটা ট্যাক্স করা উচিত। তার জন্য অর্থ দফতরের কাছে আবেদন করেছি। শহরে যখন বিল্ডিং পড়ে যায়। তখন রাতে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। ১৩ জন গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে মারা গেছিল তাদের পরিবারের কাছে আমরা ছিলাম। যেখনে বাড়ি ভেঙে ছিল যেখনে থেকে মালা রায় একাধিক ভোট জয়লাভ করেছেন বলেন মেয়র।তোমাদের যে লেফট বিট করে তাদের বলো। এখন মেয়র বাজেট নিয়ে বলছে। ফিরহাদ হাকিম আরো বলেন, আমি ইঞ্জিনিয়ারদের সাসপেন্ড করেছি। কারণ যারা নিজের দায়ী সঠিক ভাবে পালন করছে না। আমরা একটা কমিটি করেছি যে বেআইনি বাড়ি হলে তাদের কে একটা ফাইন করে দেওয়া হবে। এটা কলোনি এবং বসতি এলাকায় দেওয়া হবে। যাতে বেআইনি বাড়ি কে একটা ফাইন করে সেটা আইনি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পোষ এলাকায় আমার নজর দিচ্ছি। সেখানে বিল্ডিং রুলস্ অনুযায়ী ছোট বাড়িকে অনুমোদন করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল কয়লার লরি

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অন্তর্গত পাতনৌরে বুধবার সকালে আসাম থেকে দুর্গাপুরগামী একটি কয়লা বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে। লরির চালক জানান, পথিমধ্যে হঠাৎ করে এক মোটরসাইকেল আরোহী তার গাড়ির সামনে চলে আসে। দুর্ঘটনা এড়াতে তিনি দ্রুত ব্রেক চাপেন, কিন্তু ভারী বোঝাই থাকার কারণে গাড়িটি ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায়। সৌভাগ্যবশত, চালক সামান্য আহত হলেও বড় কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডালখোলা থানার পুলিশ।

আরবি নিয়ে আলিয়ার পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ, কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমী ফর অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ এরাবিক টিচার্স এন্ড স্কলারস-এর যৌথ উদ্যোগে একটি এক সপ্তাহ ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গতকাল সকাল ৯টায় পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিয়ার ভিসি ড রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরবি ভাষার গুরুত্ব, ভাষা শেখার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।
উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ওবাইদুর রহমান । তিনি তাঁর বক্তব্যে এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের উল্লেখ করেন। আরও উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাঙ্গুয়েজ এন্ড হিউমানিটিজ এর ডিন অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি। তিনি বিদেশী ভাষা শেখার গুরুত্ব ও আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল বক্তব্য পেশ করেন। কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমীর সদস্যা ড ইবতিসাম

তাঁর ভিডিও বার্তায় সকল অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে একাডেমীর নানাবিধ পদক্ষেপ ও প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর আরও এক সদস্য ড রুমাইহি ও দু'জন প্রশিক্ষক। তাঁদের একজন ড ইব্রাহিম অধ্যাপক মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি ওয়ার্কশপের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় জন ড বাদ্‌র অধ্যাপক কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় জাদ্দাহ, তিনি আরবি ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বেশ কিছু মুল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। কোনো বিদেশী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দ ও শব্দবিন্যাসের সঠিক ও সহজ পদ্ধতির গুরুত্ব স্পষ্ট করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ড সাইদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন বিভাগীয় প্রদান অধ্যাপক ড মুহাম্মদ মসিহুর রহমান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সহযোগী অধ্যাপক ড জাহাঙ্গীর আলম। এটি আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ। এর পূর্বে ২০১৭-তে কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমীর সহযোগিতায় একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল। এই দ্বিতীয় ওয়ার্কশপে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ৩০ জন অধ্যাপক অংশ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, কিং সালমান গ্লোবাল একাডেমী ফর এরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ সৌদি আরবের একটি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাপী আরবি ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আধুনিক শিক্ষা মাধ্যমের সাহায্যে আরবির পঠন ও শিখনকে সহজ ও সর্বজনীন করাই প্রধান লক্ষ্য।

সংখ্যালঘু উন্নয়নের গতি খতিয়ে দেখতে বাঁকুড়ায় রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন

আর এ মণ্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার সার্কিট হাউসের কর্মশ্রী বিল্ডিংয়ের সভাগৃহে মঙ্গলবার সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে বিশেষ আলোচনা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও রাজ্য সভার প্রাক্তন সদস্য তথা পুবের কলমের সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান, বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক অরিন্দম বিশ্বাস ও জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক ধ্রুব প্রসাদ স্যান্ডিল্য, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের কয়েকজন সদস্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ হাবিবুর রহমান, সমাজসেবী আজফার হোসেন, ইমাম পরিষদ ও ইমাম মুয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের প্রতিনিধি যথাক্রমে হাফেজ রেজাউল এবং হাফেজ আশরাফ, জেলা জমিয়তের সভাপতি মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম, সহ সভাপতি প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মাওলানা ইউনুস ও আই টি সেলের ইলিয়াট আহমাদ, এমডি আজিজ এবং মাস্টার আব্দুল মাবুদ প্রমুখ।
রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান এই সফরকে 'স্টাডি ভিজিট বলে আখ্যায়িত করেন। তিনিসংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতি ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছানোর জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেন। বাঁকুড়ার স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি। কমিশনের চেয়ারম্যান এদিনের আলোচনা সভায় আগত সকল প্রতিনিধির বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শুনেন এবং তা সমাধানের আশ্বাস দেন।
রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে তা যাতে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জোরে দিতে হবে।
সামগ্রিকভাবে জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের কাজে কমিশনের চেয়ারম্যান সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মুহাম্মাদ ইউনুসবাঁকুড়ায় গার্লস হোস্টেল ও ইন্দাস ব্লকের মসজিদ এবং ঈদগাহ ওয়াকফ এস্টেটের বাউণ্ডারির জন্য একটি আবেদন পত্র ইমরানের কাছে প্রদান করেন।

ব্যাগের মধ্যে মিলল মহিলার কুচিকুচি দেহ, মর্মাহত প্রাক্তন স্বামী

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: কলকাতার আহিরি টোলায় টলি ব্যাগের ভিতর কুচিকুচি করা অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে গেছে। মৃত মহিলার নাম সুমিতা ঘোষ, যার প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ি পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাটের কালিতলায়। তাঁর স্বামী সুদীপ্ত ঘোষ জানান, এই নৃশংস ঘটনায় তিনি মর্মাহত, তবে এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। ২০০৪ সালে সুমিতা ও সুদীপ্তের বিবাহ হয়েছিল। তবে দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরায় ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে তাঁদের শেফারেশন ঘটে। দীর্ঘদিন আলাদা থাকলেও সুমিতার এমন মর্মান্তিক পরিণতি তাঁকে বাকরুদ্ধ করেছে বলে জানান সুদীপ্ত। স্থানীয় সূত্রে খবর, আহিরিটোলার আবাসনে এক টলি ব্যাগ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ব্যাগ খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। টুকরো টুকরো করে কাটা মহিলার দেহ দেখে তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাটে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। সুমিতার সঙ্গে শেষ কবে কার যোগাযোগ হয়েছিল, তাঁর চলাফেরা, বন্ধুবান্ধব এবং শত্রু-মিত্র সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাঁর প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা গেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে। দেহ কুচি কুচি করে কেটে ব্যাগে ভরে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি দেখে অপরাধীর মানসিক স্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। ঘাতকের পরিচয় এবং হত্যার মোটিভ খুঁজে বের করাই এখন পুলিশের মূল লক্ষ্য। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বারবার এরকম নারকীয় ঘটনা সমাজকে শিহরিত করছে। সাধারণ মানুষের দাবি, দোষীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

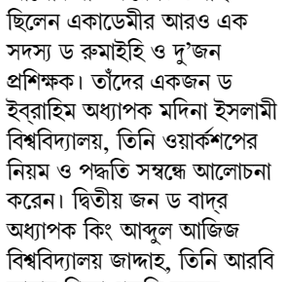

জাতীয় সড়কের ধারে অবৈধ ইমারতি দ্রব্য

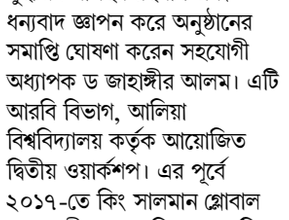

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সড়কের ধারে বালির পাহাড়। কোথাও আবার ছড়িয়ে রয়েছে পাথরকুচি। জাতীয় সড়কের ধারে দিনের পর দিন বেআইনিভাবে ফেলে রাখা হয়েছে ইমারতির জিনিস। ফলে রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যানবাহন। প্রাণহানিও ঘটে অহরহ। বিষয়টি নজরে আসতেই অভিযানে নামে পুলিশ।জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর বালুরঘাট শহরের পাশ দিয়ে যাওয়া ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দু পশ দিয়ে অবৈধভাবে রাখা হয়েছে ইট বালু সিমেন্ট। যার ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার প্রবণতা। বিষয়টি সামনে আসতেই এদিন বালুরঘাট ট্রাফিক থানার আইসির নেতৃত্বে চলে বিশেষ অভিযান। এবিষয়ে, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুন কুমার তামাং জানান, রাস্তার পাশেই ইট ,বালু, সিমেন্ট পড়ে রয়েছে। সেগুলোকে আমরা রাস্তার পাশ থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য বলেছি।

পানিহাটিতে পিটিয়ে মারার ঘটনায় তৃণমূল পুরপিতার যাবজ্জীবন সাজা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি তৃণমূল কাউন্সিলরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। প্রায় এগারো বছর আগে একটি মামলায় পানিহাটি তৃণমূল কাউন্সিলর সহ মোট পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল ব্যারাকপুর আদালত। ২০১৪ সালে শম্ভু চক্রবর্তী নামে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ হয়। গণপিটুনির সেই ঘটনায় দশজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। নাম ছিল স্থানীয় কাউন্সিলর তারকের। বর্তমানে পানিহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি। মঙ্গলবার তাকে যাবজ্জীবনের সাজা ঘোষণা করে ব্যারাকপুর আদালত। সম্প্রতি গণপিটুনির ঘটনায় ব্যারাকপুর আদালতে হাজিরা দিতে গেছিলেন তারক গুহ। সেই সময় বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন কাউন্সিলরকে পুলিশকে হেফাজতে নেওয়ার। এরপর চূড়ান্ত শুনানি শেষ হলে কাউন্সিলার তারক সহ মোট পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। মঙ্গলবার তাদের

সাজা ঘোষণা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর পানিহাটির গান্ধীনগর জনকল্যাণ সমিতির দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল যখন তৈরি হচ্ছিল সেই সময় শম্ভু চক্রবর্তী নামে এক যুবক মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। প্যান্ডেল হচ্ছে দেখে ভেতরে গিয়েছিলেন তিনি।
ঐদিন ওই প্যান্ডেলের ভেতরে এক কর্মীর ১০০০০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। শম্ভু চক্রবর্তীকে চোর সন্দেহ করা হয়। এরপরেই পানিহাটি গান্ধীনগর জনকল্যাণ সমিতির ঘরে আজকের শম্ভুকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে সেই সময় শম্ভুর বয়স ছিল ৪০ বছর তার স্ত্রী ও দুই ছেলে ছিলেন গণপিটুনি খবর পেয়ে খরদা থানার পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে বলরাম স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে ছিলেন। এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নামেন শম্য স্ত্রী ও পাড়া-প্রতিবেশীরা। তার স্ত্রী জানান এই ১০ বছর তারা লড়াই করেছে শেষমেষ প্রমাণিত হল তার স্বামীকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। দোষীদের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন শম্ভু র স্ত্রী ও পাড়া প্রতিবেশীরা।

কোঅপারেটিভ ব্যাংক নির্বাচনকে ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর শহরের পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর নির্বাচনের আগেই সংঘর্ষে উত্তাল হলো মেদিনীপুর শহর। পুলিশের সামনেই বিরোধীদের মারধর, ঠেলে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে। সোমবার ও মঙ্গলবার দুদিন ধরে মনোনয়নপত্র বিলি র কর্মসূচি ছিল। দুদিনই সংঘর্ষে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সিপিআইএমের দাবি, বাইরে থেকে লোক এনে পরিকল্পিত সন্ত্রাস করা হয়েছে। যে কারণে এই ঘটনা। সোমবার দলীয় কার্যালয়ে তালা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার তৃণমূল ও সিপিআইএম কর্মী দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুই পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ

নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছে সিপিআইএম বিজেপি সকলে। মেদিনীপুর শহরের পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংক ১৯১০ সালে তৈরি হয়েছে। ৯০ এর দশক থেকে এই ব্যাংকের পরিচালন ক্ষমতা বামেদের দখলে ছিল। ২০১৪ সালে তৃণমূল দখল করে। পাঁচ বছর শেষ হলেও ২০১৯ থেকে আর নির্বাচন সম্ভব হয়নি এই ব্যাংকে, ছিল একাধিক আইনি জটিলতা। অবশেষে সেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে ২৩ শে মার্চ। তার আগে মনোনয়ন বিলি ও জমার দিন ছিল সোম ও মঙ্গলবার।

প্রথম নজর

উমরাহ পালনেচ্ছুকদের যে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানাল সৌদি

আপনজন ডেস্ক: উমরাহ পালনে ইচ্ছুকদের মেনিনজাইটিস টিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আগামী ১ মার্চ থেকে উমরাহ পালন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং সংক্রামক রোগের বিস্তার কমানোর লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ)।

এতে আরও বলা হয়েছে, মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য উমরাহর কমপক্ষে ১০ দিন আগে টিকা গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও উল্লেখ করেছে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে টিকা নেওয়া ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজের প্রয়োজন নেই। কেননা, এই সময়কাল জুড়ে টিকা কার্যকর থাকে। এছাড়া মন্ত্রণালয় প্রাপ্তবয়স্ক টিকাদান ক্লিনিকগুলোতে টিকা গ্রহণের জন্য সেহহাটি অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার আহ্বান জানিয়েছে।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি, সৌদি আরবের জেনারেল অথরিটি অফ সিভিল এভিয়েশন (জিএসিএ) উমরাহ যাত্রীদের নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে টিকা নেওয়ার পূর্ববর্তী নির্দেশিকা স্থগিত করার ঘোষণা দেয়, যা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল।

দেড় কোটিতে কেনা স্ক্যানার ব্যবহৃত হয়নি ৭ বছরেও

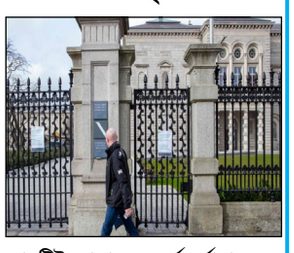

আপনজন ডেস্ক: আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল গ্যালারির এক লাখ ইউরোর বেশি দামে কেনা স্ক্যানার সাত বছর পরও ব্যবহৃত হয়নি। কারণ এটি আকারে খুব বড় বলে মনে করা হচ্ছে।

ডাবলিনের ন্যাশনাল গ্যালারি ২০১৭ সালের নভেম্বরে ডিজিটাল ইনভেস্টিগেটিভ ইমেজিং প্রকল্পের অংশ হিসেবে এক লাখ ২৪ হাজার ৮০৫ ইউরো দামে একটি এক্স-রে সিস্টেম কেনে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। ওই সময় এই যন্ত্রটি গ্যালারির চিত্রকর্মগুলোকে নন-ডিস্ট্রাকটিভভাবে পরীক্ষা করার জন্য অপরিহার্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

তবে আইরিশ সম্প্রচারমাধ্যম আরটিই জানাচ্ছে, কর্মকর্তারা স্ক্যানারটি স্থাপনের জন্য কোনো জায়গা খুঁজে পাননি। কারণ তারা সম্ভাব্য স্থানের 'ভারবহন ক্ষমতা' নিয়ে শঙ্কিত।

ন্যাশনাল গ্যালারি বর্তমানে গণপূর্ত অফিসের সঙ্গে মিলে স্ক্যানারটির জন্য একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো স্থান খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রমজানে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেবে ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করবে ইসরাইল।

আরব সংবাদমাধ্যমের এক খবরে বলা হয়েছে, রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশে নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইহুদিবাদী সরকার।

ইসরাইলি গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, রমজান মাসে শুধু ৫৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষ, ৫০ বছরের বেশি বয়সী নারী এবং ১২ বছর বা তার কম বয়সী শিশুরা আল আকসা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় ইসরাইলি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে পশ্চিম তীরে আসা ফিলিস্তিনিদেরও আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

যারা আল-আকসা মসজিদে আসতে চায় তাদের আসার আগে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।শুক্রবারের জুমার নামাজের জন্য মাত্র ১০ হাজার মানুষকে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

মুসলিমদের তৃতীয় বৃহত্তম পবিত্র স্থান জেরুজালেম ও আল আকসা মসজিদ।অন্যদিকে আল-আকসা এলাকাকে 'টেম্পল মাউন্ট' বলে মনে করেন ইহুদিরা। এলাকাটি ইহুদিদের কাছেও পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত।

কেমন কাটছে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাবাসীর জীবন

আপনজন ডেস্ক: রাতের ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার কেমন যেন একটা ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করে, যা কোমলমতি শিশুদের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে। যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত গাজার রাতগুলো যেন অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে আরও বেশি ভয়ানক!

গাজা উপত্যকায় যখন রাত নামে ভাঙা ঘরবাড়ির বিভিন্ন অংশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়ে ভয়ার্ত দৃশ্য তৈরি করে। এতে আতঙ্কিত হয় শিশুরা।

ইসরাইলের তাণ্ডবে নিজের বাড়ি বিধ্বস্ত হলেও ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই বাস করছেন ফিলিস্তিনি নারী রাওয়া তাম্বুরা ও তার বাচ্চারা।

তবে রাত হলেই অন্ধকারে নিজেদের বাড়ির ভগ্নদশায় ভয় পায় তার ছেলেরা। ভয় তাড়াতে বাধ্য হয়ে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে রাখেন তাম্বুরা। অবশ্য যতক্ষণ চার্জ থাকে মোবাইলে। ১৫ মাসের হামলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে গাজায়। তার কর্মস্থলে থাকা একটি জেনারেটরে রোজ চার্জ করে আনেন মোবাইল।

দীর্ঘ ১৬ মাস পর বাড়ি ফিরেছেন তাম্বুরা। যদিও বাড়ি বলতে সেই অর্থে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে তিনি বলেন, 'এখানে পানি, বিদ্যুৎ, তীব্র শীতে উষ্ণতা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা, এমনকি ময়লা আবর্জনা দূর করার উপায়ও তাদের নেই।'

জাতিসঙ্ঘের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গাজায় যুদ্ধ-বিরতি কার্যকর হওয়ার পর প্রায় ছয় লাখ বাস্তুচ্যুত গাজাবাসী প্রবল আগ্রহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজেদের বাসস্থানে ফিরেছিলেন।তবে ঘরে ফেরার আনন্দে বিভোর গাজাবাসী ধীরে ধীরে অনুভব করতে শুরু করেছেন তাদের কঠোর বাস্তবতা। ঠিক কতদিন তাদের এই মানবেতর জীবনযাপন করতে হবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কয়েক কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে খাবার পানি আনেন তারা। নেই খাবারেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। খাবার রান্না করতে হলে মাইলের পর মাইল খুঁজতে হয় জ্বালানি। ভাঙা বাড়িঘর গুলো থেকে ইট-পাথর সরানোর মতো কোনো সরঞ্জামও নেই গাজাবাসীর কাছে।

তাম্বুরা বলেন, 'গাজাবাসী এতটা কষ্টে রয়েছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন এরকম যুদ্ধবিরতির চেয়ে তারা যুদ্ধে শহীদ হলেই ভালো হতো।'

তিনি বলেন, 'আমি জানি না, ভবিষ্যতে আমরা কী করব, আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

এদিকে, আগামী শনিবার (১ মার্চ) শেষ হতে চলেছে যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। পুনরায় চুক্তি হবে কিনা তা অনিশ্চিত। যদি চুক্তি না করে ইসরাইল পুনরায় হামলা করে অসহায় গাজাবাসীর ভাগ্যে কী রয়েছে, তারা নিজেরাও তা জানেন না। আশ্রয়ের সন্ধানে কোথায় যাবেন জানেন না দুর্ভাগা মানুষগুলো।

অন্যদিকে ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই গাজার পুনর্গঠন নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও দৃশ্যত কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

তুরস্কই ইইউকে 'অচলাবস্থা' থেকে বাঁচাতে পারে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) আঙ্কারার পূর্ণ সদস্যপদই ব্লকটিকে 'অচলাবস্থা' থেকে উদ্ধারের একমাত্র সমাধান।

আঙ্কারায় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনে এরদোগান এ কথা বলেন। খবর ডেইলি সাবাহর।

সংবাদ সম্মেলনে পশ্চিমা গণতন্ত্রতে অতি-ডানপন্থি দের উত্থানের বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের উগ্র আন্দোলন ইউরোপীয় দেশগুলিতে মূলধারায় পরিণত হয়েছে।

এরদোগান বলেন, 'আমরা পশ্চিমে অভিবাসী-বিরোধী এবং ইসলাম-বিদ্বেষী অতি-ডানপন্থি আন্দোলনের উত্থানের দিকে নজর রেখে আসছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, সাম্প্রতিক অনেক নির্বাচনে আমাদের উদ্বেগ বৈধ হয়েছে। '

তিনি বলেন, 'সিরিয়া এবং ইউক্রেনের ঘটনাবলী তুরস্কের জন্য ইউরোপের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে। '

তিনি আরও বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে 'অচলাবস্থার' মধ্যে পড়েছে তা থেকে কেবল তুরস্কই তাকে উদ্ধার করতে পারে।

ইউনিয়নে তুরস্কের পূর্ণ সদস্যপদই এটিকে বাঁচাতে পারে - এটিই তার প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি। ইইউ যত তাড়াতাড়ি এই বাস্তবতার মুখোমুখি হবে, ততই ভালো হবে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, আঙ্কারা ইইউতে যোগদান প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে আগ্রহী।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান ব্যর্থ হলে তুরস্ক অন্যান্য বিকল্প বিবেচনা করবে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের মন্তব্যের পর এরদোগানের এই মন্তব্য এলো।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তুরস্ক ইইউয়ের সদস্যপদের প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু ২০১৬ সালে এ আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তিতে নতুন শর্ত দিল ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস তাদের কাছে আটকা চার জিম্মির মরদেহ অবিলম্বে ফেরত দিলে ৬০২ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে ইসরাইল।

সোমবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতাকারীদের এমনটাই জানিয়েছে ইসরাইল।

ইসরাইলি কর্মকর্তার বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ওয়াইনেট নিউজ।

ইসরাইলের দাবি, হামাস যেন কফিন দিয়ে কোনও 'আনুষ্ঠানিকতা' না করেই বন্দিদের মরদেহ ফেরত দেয়, যেমনটা তারা গত সপ্তাহে বিবাস এবং ওদেদ লিফশিৎজের মৃতদেহ দিয়ে করেছিল। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে হামাস তাদের হাতে বন্দি জিবীত ও মৃত জিম্মিদের মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরাইল তাদের হাতে আটক শত শত বন্দিকে মুক্তি দেবে। তবে সবশেষ বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় হামাস ইসরাইলি জিম্মিদের মুক্তি দিলেও ছয় শতাধিক ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে না বলে জানিয়ে দেয় তেল আবিব কর্তৃপক্ষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মার্কিন থেকে স্বাধীনতার ডাক জার্মানির হবু চ্যান্সেলরের

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচনে জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে ইউরোপকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর-ইলেক্ট ফ্রিডরিখ মের্জ। জার্মানির নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার হস্তক্ষেপেরও সমালোচনা করেছেন তিনি। আল-জাজিরা ও সিএনএনের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। নির্বাচনে প্রাথমিক ফল ঘোষণায় জানানো হয়, মের্জের মধ্য-ডানপন্থী দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (সিডিউ) এবং তার শরিক দল ২৮ দশমিক ছয় শতাংশ ভোট পেয়েছে—যা এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ। এখন তাদের একাধিক দলকে সঙ্গে নিয়ে জোট সরকার গঠন করতে হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: **ভোর ৪.৩৮ মি.**
ইফতার: **সন্ধ্যা ৫.৪৩ মি.**

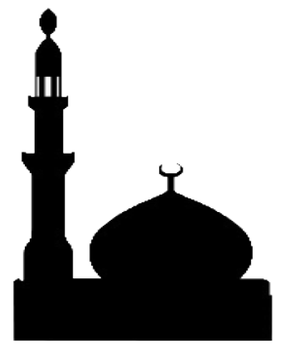

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৮	৬.০১
যোহর	১১.৫৪	
আসর	৪.০১	
মাগরিব	৫.৪৩	
এশা	৬.৫৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

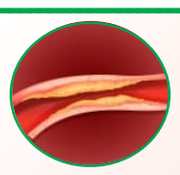
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

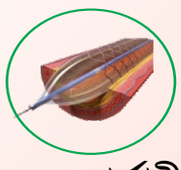
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

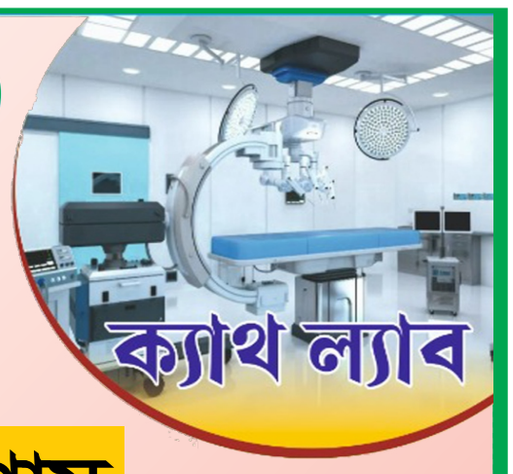

আশ শিফা

ASHSHEEFA HOSPITAL

হসপিটাল

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

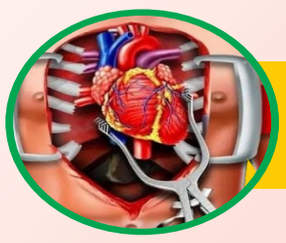
ওপেন হার্ট সার্জারি

● হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
● জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
● শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৫৬ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

অন্ধকার

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন—'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে—ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল—তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল—আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল—এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল—আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়—'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন—'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

••••••••••••

পশ্চিমবঙ্গে মোহন ভাগবতের এত দীর্ঘ সফর কেন

আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ তাদের তৎপরতা শুরু করেছে। সেই রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ।**

এ মাসের শুরুতে দিল্লিতে কেজরিওয়ালের দলের পরাজয়ের কথা জেনেছি আমরা। এ সংবাদের আড়ালে একই সপ্তাহে একই শহরে ঘটে যাওয়া আরেক সামাজিক ঘটনার সংবাদ হয়তো অনেকের নজর এড়িয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দিল্লিতে নতুন অফিসে উঠল ৮ ফেব্রুয়ারি, বিধানসভা নির্বাচনের কমবেশি ৭২ ঘণ্টা পর। ১৫০ কোটি রুপিতে তৈরি চার একর জায়গায় এই দপ্তর। তাতে আছে ১২ তলাবিশিষ্ট তিনটি ভবন। ৩০০ কক্ষের 'কেশব কুঞ্জ' বানানো হয়েছে শতবর্ষী পুরোনো এই দল তাদের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগওয়ারের নামে। ১৯৩৯ সালে দিল্লিতে প্রথম ছোট্ট একটা দপ্তর খুলেছিল আরএসএস। ৮৬ বছরে তারা আজকের এই অবস্থায় এল। তিন দিন আগে কেজরিওয়ালের দলকে বিধ্বস্ত করে নতুন বাড়িতে ওঠার উদ্‌যাপনটা অনন্য এক উচ্চতায়ও নিয়ে গেল সংঘ পরিবার।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা শীতল এক অনুভূতি ছড়িয়েছে সুদূর কলকাতার মেরুদণ্ডজুড়েও। ভারতীয় এই প্রধান দুই শহরের মধ্যে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের দূরত্ব। এর মাঝে আছে বহু জনপদ। কিন্তু কেজরিওয়ালের পতনের পর পুরো ভারতের মনোযোগ এখন কলকাতার দিকে। আর এটা বোধ হয় কাকতালীয় নয়, দিল্লি নির্বাচনের পরদিনই আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত এলেন পশ্চিমবঙ্গে। বিস্ময়করভাবে এটা দীর্ঘ এক সফর তাঁর। ১০ দিন থাকলেন এই রাজ্যে তিনি। উঠেছিলেন কলকাতার কেশব ভবনে, এখনো যা দিল্লির মতো গগণচুম্বী হয়নি। ভাগবতের কাছে বাংলা কেন এত গুরুত্ববহ হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। কিন্তু সংঘ পরিবার কীভাবে কাজটা করতে চাইছে, রহস্যঘেরা সেই জাদুবিদ্যাই ভাবাচ্ছে সবাইকে।

দিল্লির পর আর তিনটি বড় লক্ষ্য

দিল্লিতে নির্বাচনে আম আদমি পার্টির আসন কমেছে ৪০টি। বিজেপির বেড়েছে ঠিক ওই ৪০টিই। ভোট যে খুব বেশি বেড়েছে তাদের, সে রকম নয়। মাত্র ৭ ভাগ ভোট বাড়িয়ে ৪০টি বাড়তি আসন পেয়ে গেছে তারা। ছিল ৮, হলো ৪৮। আরএসএসের ডেটা বিশ্লেষকেরা জানতেন, কীভাবে রাজধানীতে তাদের ভোট বাড়ছে। কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে গত এক দশক দিল্লি অগ্রাধিকারে ছিল। এ জয়ে নাগপুরের কেন্দ্রীয় অফিসে তাই তেমন বিস্মিত হয়নি কেউ। দিল্লিতে লোকসভার আসনও এত বেশি নয় যে সংঘ পরিবার এই বিজয়ে ব্যাপক উদ্‌যাপনে নামবে। কিন্তু কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টিকে উদীয়মান অবস্থা থেকে থামানো তাদের জন্য জরুরি ছিল। বাংলা বিজয়ের প্রতীকী মূল্য নিশ্চিতভাবেই আরও বেশি। সেটার ব্যাপক উদ্‌যাপন হবে। মোহন ভাগবত জানেন, কাজটি সহজ নয়। সে জন্য হয়তো ১০ দিন সময় নিয়ে এসেছিলেন। জেনে রাখা ভালো, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গ শেষে আরএসএস পরিবারের পরের লক্ষ্য নিশ্চিতভাবেই কেরালা, এরপর তামিলনাড়ু।

অতঃপর আরএসএসের বাংলা অভিযান

দিনক্ষণের হিসাবে বাংলায় নির্বাচন ২০২৬ সালের মার্চে। এখন থেকে বছরখানেক পর। নির্বাচনের হোমওয়ার্ক এখনই শুরু হয়ে গেছে বলা যায়। আগের নির্বাচনে তৃণমূল আর বিজেপিতে ভোটের ব্যবধান ছিল ১০ শতাংশ—৪৮ শতাংশ আর ৩৮ শতাংশ। সংঘ পরিবার ভাবছে, এই ব্যবধান এবার অনেক কমানো সম্ভব। ৬-৭ শতাংশ কমালেও আসনের হিসাব দিল্লির মতো এলোমেলো হয়ে যাবে। ৭০ আসনের দিল্লিতে এক নির্বাচনে বিজেপি ৮ থেকে ৪৮ হতে পারলে ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গে ৭৭ থেকে দেড় শ হওয়া টার্গেট হিসেবে অনেক কম চ্যালেঞ্জিং। দিল্লির চেয়ে এখানে সুবিধাজনক নির্বাচনী ইস্যুও আছে অনেক। বিশেষ করে সংঘ পরিবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রচার জমাতে চায় এবার। গত আগস্ট থেকে চলমান 'আরজি কর হত্যা' ইস্যুও জীবন্ত আছে। মোহন ভাগবত আরজি করে খুন হওয়া চিকিৎসকের মা-বাবার সঙ্গেও বসেছিলেন। দুপুরের খাবারও খেলেন একসঙ্গে। মনে হচ্ছে, সব পরিকল্পনামতো এগোচ্ছে।

আরএসএস

উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলোর তুলনায় বাংলায় সংঘের সংগঠন তত শক্তিশালী ছিল না অতীতে। কিন্তু এখন সেই দুর্বলতা অতীতের বিষয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর সত্য-অসত্য মেশানো নানা প্রচারে সংঘ এমন অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে 'শাখা' খুলতে পারছে, যা এক-দুই বছর আগে সহজ ছিল না। বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের আটক এবং জামিনে বিলম্ব সংঘকর্মীদের ভালো প্রচার-রসদ দিয়েছে প্রান্তিক এলাকাগুলোতে। তবে পশ্চিমবঙ্গের আরএসএস এখন আর কেবল হিন্দুত্ব ও বাংলাদেশ আঁকড়ে নেই। তারা পরিবেশ সুরক্ষা থেকে বর্ণপ্রথার অবসানসহ নানা বিষয় সামনে আনছে। ভাগবত চাইছেন, সংঘ সাংগঠনিকভাবে শহরে ওয়ার্ড এবং গ্রামে পঞ্চায়েতকে খুঁটি করুক। হিন্দুদের ভোটের পুরোটা এক বাক্সে চান তিনি। লক্ষ্য ২০২৬ হলেও আগামী কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে সাংগঠনিক একটা নবতরঙ্গও তৈরি করতে চায় 'টিম ভাগবত'। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরায় আরএসএস কৌশলগতভাবে বাড়তি মনোযোগ দেওয়ার নীতি নিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আবার বাড়তি অগ্রাধিকারে। ওড়িশা ও আসামে দৃঢ় অবস্থানের পর বাংলাকে আরএসএস পূর্ব ভারতের শেষ লক্ষ্য ভাবছে। তাদের ভাষায়, 'অঙ্গ' (বাগলপুর-মুঙ্গের সন্নিহিত বিহার-আসাম) এবং 'কলিঙ্গ' (ওড়িশা ও অন্ধ্রের কিছু অঞ্চল) জয়ের পর 'বঙ্গ' না জয় করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এই তিন পৌরাণিক অঞ্চলকে তারা একক চরিত্র দিতে ইচ্ছুক, জোড়া লাগাতে না পারলেও। পূর্ব ভারতের 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ'কে ঘিরে আরএসএস অভিনব এক সাংস্কৃতিক প্রচারাভিযান ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে মোহন ভাগবতের এবারের সফরে বিশেষ করে বাংলার আদিবাসী এলাকাগুলোতে সংগঠন বাড়ানোর ছক কষা হয়। তারা বাংলার 'সমাজ' ও আরএসএসের 'শাখা'সমূহ একাকার করে তুলতে ইচ্ছুক। শাখা ও সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ করার লক্ষ্য দিয়েছেন মোহন ভাগবত পুরোনো কর্মীদের।

মন্দিরের রাজনীতিতে তৃণমূল প্রধানমন্ত্রীর পরই অনানুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি মনে করা হয় আরএসএসের প্রধানকে। বিশাল এক রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শিক সংস্থার ব্যস্ত কর্তা তিনি। এ ছাড়া আরএসএস-সংশ্লিষ্ট অন্তত ৫৩টি সংস্থার কাজকর্ম আছে পশ্চিমবঙ্গে। এ রকম একজন ব্যক্তি যখন পশ্চিমবঙ্গে ১০-১১ দিন কাটাতে আসেন, তখন প্রতিপক্ষ শিবির নার্ভাস না হয়ে পারে না। মোহন ভাগবতের দীর্ঘ সফরকালে মমতার তৃণমূলের সে রকম অবস্থা হয়েছিল এবং সেটা অস্বাভাবিক নয়। বর্ধমানে আরএসএসের মিছিল থামাতে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক পরীক্ষার দোহাই দেয়। কলকাতার হাইকোর্ট এই ইস্যুতে আরএসএসের পক্ষে রায় দিয়ে ভাগবতের সফরকে নৈতিকভাবে শক্তি জুগিয়েছে। আদালতের রায় স্থানীয় আরএসএস কর্মীদের চাঙা করেছে। বলা যায়, প্রথম রাউন্ডে তৃণমূল হোঁচট খেল। তবে টুকটাক এসব ভুলের পাশাপাশি মমতাও কোমরে আঁচল শক্ত করে বাঁধছেন বলেই মনে হয়। আগামী দিনে আর কেবল মুসলমান ভোটব্যাংকে ভরসা করছেন না তিনি। ইতিমধ্যে প্রচার কৌশলে মোড় বদলের স্পষ্ট বার্তা দিলেন বাংলাদেশে 'সংখ্যালঘু'দের রক্ষায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মোতায়েন চেয়ে। আবার দিঘায় বিশাল আয়তনের জগন্নাথ মন্দির গড়ছে তাঁর সরকার। পূর্ব মেদিনীপুরে এপ্রিলের শেষে উদ্বোধন হবে এটার। সবাই ভাবছে, এই মন্দির দিয়েই মমতার 'অভিযান-২০২৬' শুরু হবে। ১৪ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা। ভোটের গণিতে বেশ দক্ষতা আছে তাঁর। পাশে আছে লোকসভার ২৯ জন সদস্য। নির্বাচনী মাঠে থাকবেন তাঁরাও। মমতা নিজে নির্বাচনী প্রচারক হিসেবে নিত্যনতুন কৌশল নিতে পারঙ্গম। একসময় মাথায় কাপড় দিয়ে ইসলামি জলসায়ও গেছেন। বিনিময়ে মুসলমানরা তাঁকে আস্থায় নিয়ে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু সংঘের সংগঠন যত বাড়ছে, সংখ্যালঘুবান্ধব হওয়া তত মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একালে 'পপুলার' হতে হয় সংখ্যাগুরুর মধ্যে। আধুনিক 'পপুলিজমের' এটাই ফর্মুলা। নীতি-আদর্শের রাজনীতি বাংলায় বামপন্থীদের অনেক ভুগিয়েছে। মমতা সেসব 'ভুল' করতে চান না। দিঘায় তাই ২০০ কোটি রুপি খরচ করছেন 'ধর্মীয় পর্যটন' বাড়াতে মন্দিরসহ কমপ্লেক্স গড়ে। মন্দির-কমপ্লেক্স গড়ার কাজের প্রতি পর্যায়ে মমতা যে খোঁজখবর রাখছিলেন, তাঁর সমর্থক মিডিয়াগুলো সেসব জানাতে দেরি করেনি কোনো দিন। পূর্ব মেদিনীপুরের মানুষও মন্দির দেখে খুশি। একসময় ঝড়বৃষ্টি আর দুর্যোগের জন্য উপকূলীয় এ অঞ্চলের কুখ্যাতি ছিল। এখন সবাই এখানকার মার্বেল পাথরের জগন্নাথ মন্দিরের কথাও বলবে, যদিও সরকারি হিসাবে প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ এখানে খুব দরিদ্র। দুই শত কোটি রুপি সমান কোনো প্রকল্প তাদের দারিদ্র্যমুক্তির পথ করে দিতে পারত। কিন্তু মমতার আরেকবার মুখ্যমন্ত্রী হতে মন্দিরই জরুরি আপাতত! জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিন হিসেবে 'অক্ষয় তৃতীয়া'কে বেছে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়, এই দিন সত্য যুগের শেষ আর ত্রেতা যুগের শুরু। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোনো শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। মমতা নির্বাচনী গণিতকে যে বেশ মুনশিয়ানার সঙ্গে সাজাচ্ছেন, সেটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুত্ববাদের রাজনীতিকে রোখার কৌশল হিসেবে মন্দিরভিত্তিক কর্মসূচিতে কোনো লাভ হয় কি না? কেজরিওয়ালের উত্থান-পতন কিন্তু সেটা বলে না। সুশাসনের নীতি-লক্ষ্য নিয়ে আম আদমির জন্ম ও বিকাশ। কেজরিওয়াল প্রায় ১০ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। একসময় অনেকে তাঁকে ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রীও ভাবছিল। স্বভাবত আরএসএস ও কংগ্রেস উভয়ে তাঁকে প্রতিপক্ষের তালিকায় রেখেছিল। আরএসএসের সুনামি থামাতে একসময় কেজরিওয়ালও দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদের নমনীয় এক সংস্করণের চর্চা শুরু করেন। আম আদমির লক্ষ্য ছিল বিজেপিকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা; কিন্তু আরএসএসের কর্মসূচিগুলোর চর্চা চালিয়ে যাওয়া। এই কৌশলে কেজরিওয়াল রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ান। রাহুল বিজেপির পাশাপাশি আরএসএসকেও আক্রমণ করে কথা বলেন প্রায়ই। কিছুদিন আগে হিন্দুত্ববাদীদের খুশি করতে কেজরিওয়াল দিল্লির স্কুলগুলোকে বলেছিলেন নাগরিকত্বের কাগজপত্র নেই, এমন পিতামাতাদের সন্তানদের ভর্তি না করতে। এরা নাকি 'অবৈধ বাংলাদেশি' বা 'রোহিঙ্গা'। অনেক ভারতীয় মানবাধিকারকর্মী শিশুদের এ রকম হেনস্তায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। কেজরিওয়াল থামেননি। কিন্তু এ রকম বেপরোয়া কৌশল কি শেষ পর্যন্ত তাঁর দলকে প্রত্যাশিত ফল দিয়েছে? হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শ চর্চা করে হিন্দুত্ববাদের রাজনীতিকে মোকাবিলা করা যায় কি না, তার প্রমাণ দিল্লিতে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী ফলাফল। প্রশ্ন উঠেছে, মমতাও একই ভুল করছেন কি না?

মমতার পাশে ইসকন?

তৃণমূলের যুক্তি হলো বিজেপি গত বিধানসভার ভোট থেকে ৪-৫ শতাংশ বাড়াতে পারলে আসনের হিসাবে বড় ধরনের অদলবদল ঘটে যেতে পারে। সুতরাং সব উপায়ে গেরুয়া-ঢেউ থামাতে চায় তারা। সে জন্যই মুসলমানদের ভোট, যা প্রায় ২৭ শতাংশ, সেটাকে 'নিশ্চিত' ধরে বাকি ৭২ শতাংশ হিন্দুভোটের বড় অংশে মমতার বাজি ধরা। আরজি কর ইস্যু শহুরে নাগরিক সমাজের কিছু হিন্দু ভোট তাঁর কাছ থেকে ছুটিয়ে নেবে বলে শঙ্কার মুখেই মমতা হিন্দু পুরাণের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। ইতিমধ্যে এ ঘোষণাও এসেছে, তৃণমূল ২০২৬-এ একা লড়বে। আর এটাও বাস্তবতা, দিল্লির মতো বাংলায়ও ভোট হবে বিজেপি বনাম তৃণমূলেই। কংগ্রেস বা বামপন্থীরা ভোটের হিসাবে বড় কোনো আঁচড় বসাতে পারবে বলে মনে হয় না। এর মানে তো এটাই, মমতাকে একাই মোহন ভাগবতদের সামলাতে হবে এবং কাজটি সহজও নয়। মমতা আঞ্চলিক রাজনীতিবিদ হলেও এলাকাটা বাংলা, যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিপুল ঐতিহ্য রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পছন্দ-অপছন্দের বাইরেও সেই সংস্কৃতির একটা জোর আছে। মোহন ভাগবতকে তাই এখানে ব্যাপক শক্তি সমাবেশ করে আগামী মার্চ-এপ্রিলে নামতে হবে।

কৌতূহলোউদ্দীপক দৃশ্য হলো, ইসকনকে এবার মমতার পাশে দেখা যাচ্ছে। ইসকনের এমন একজন বড় কর্তাকে দিঘা মন্দিরের ট্রাস্টি করা হল, যিনি বাংলাদেশের চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার বিষয়ে লাগাতার প্রতিবাদ আন্দোলন করছেন। তবে কলকাতায় নির্মোহ ভাষ্যকারদের এ রকমও মত আছে, আগামী ভোটে মমতাকে দীর্ঘ শাসনের হিসাবপত্র দিতে হতে পারে।

মন্দির ও বাংলাদেশ ইস্যুর সম্ভাব্য সাজানো ছকে খেলা না-ও হতে পারে, যেমনটি মোহন ভাগবত কিংবা মমতা ব্যানার্জি চাইছেন। হয়তো 'হিন্দু-মুসলমান' হিসেবে আর নয়, পশ্চিম বাংলার ভোটাররা এবার 'নাগরিক' হয়ে উঠতে পারেন।

সৌ: প্র: আ:

রাশিয়া হাসছে, ইউরোপ কাঁদছে...

বিল ইমোট

সবাই আশা করেছিল, নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে আচরণ করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলে তিনি রাষ্ট্রনায়কোচিত, গঠনমূলক ও সুসংহত আচরণ করবেন। ২০ জানুয়ারি অভিষেকের সময় তিনি নিজেকে একজন 'শান্তি স্থাপনকারী ও ঐক্যবাদী' বলে দাবি করায় সেই আশা আরও দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু এর পর থেকে প্রতিদিনই এমন সব ঘটনা তিনি ঘটাচ্ছেন যে এই আশা বড় ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে যুক্তরাষ্ট্র ন্যায়, গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে দাঁড়ায়, তাঁদের জন্য গত সপ্তাহটি ছিল সবচেয়ে হতাশাজনক। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির জন্য সপ্তাহটি ছিল প্রচণ্ড মর্মান্তিক।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার মধ্যে সংলাপ আমাদের মোটেই বিস্মিত করেনি। কেননা, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমমনা দেশ ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার চেয়ে অল্পসংখ্যক পরাশক্তি নিয়ে সংগঠিত একটি বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে আমরা দেখেছি, গণতান্ত্রিক বিশ্বের নেতাদের চেয়ে স্বৈরাচারী দেশের নেতা, যেমন ভ্লাদিমির পুতিন ও কিম জং-উনের সঙ্গে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেছিলেন।

কিন্তু আমরা যেটা আশা করিনি সেটা হলো, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির চেয়ে তিনি রাশিয়ার কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্টের প্রতি বেশি সহানুভূতি ও নীতিগত ঐক্য দেখাচ্ছেন।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, ট্রাম্প জেলেনস্কিকে নির্বাচন ছাড়াই ক্ষমতায় থাকা একজন স্বৈরশাসক বলেছেন, তাঁর গণতান্ত্রিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অথচ প্রতিবেশী দেশে আক্রমণের সঙ্গে জড়িত প্রকৃত স্বৈরশাসক পুতিনকে তিনি ছাড় দিয়েছেন।

ট্রাম্প যখন সংবাদ সম্মেলনে এগুলো বলেছেন, সেটা তিনি মিথ্যা বলেছেন। এ ধরনের মিথ্যা বলা তাঁর জন্য স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, জেলেনস্কির প্রতি জনসমর্থন মাত্র ৪ শতাংশ। অথচ সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, এই সমর্থন প্রায় ৬০ শতাংশ।

এখন জি-৭-এর অন্য ছয় সদস্যরাষ্ট্রের (জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, জাপান ও কানাডা) কী করা দরকার? সত্যটা বলার জন্য তাদের আলাদা বিবৃতি দেওয়া দরকার। তা না হলে রাশিয়ার কাছে হাসির আরও কারণ

থাকবে, আর আমাদের সবার জন্য থাকবে কান্নার কারণ।

ট্রাম্প আরও মিথ্যা বলেছেন যে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে। বাস্তবে এর তিন ভাগের এক ভাগ অর্থ তারা ব্যয় করেছে।

মিথ্যার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইউক্রেন সরকারকে গণতান্ত্রিক ও বৈধতা পেতে হলে সেখানে অবশ্যই নির্বাচন হতে হবে।

এটা মিথ্যার চেয়েও খারাপ। কেননা, রাশিয়ান প্রপোগান্ডা এটা। সত্য হচ্ছে, ইউক্রেনের পার্লামেন্টে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ভোট স্থগিত করে। কেননা, একটা দেশে যখন যুদ্ধ চলছে এবং দেশটি যখন সামরিক আইনে চলছে, সেখানে ভোট অসম্ভব।

সেই সিদ্ধান্ত ছিল গণতান্ত্রিক। সব রাজনৈতিক দল তাতে সমর্থন দিয়েছিল। তারা ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে সামরিক আইন তুলে নেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ইউক্রেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জেলেনস্কির ওপর ট্রাম্পের এই আক্রমণে তাঁর প্রতি ইউক্রনীয়দের সমর্থন আরও দৃঢ় হবে।

ট্রম্পের কথায় রাশিয়ানরাও যে বিস্মিত, সেটা প্রকাশ করতে তাঁরা মোটেও লজ্জা পাচ্ছেন না। রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং রাশিয়া সিকিউরিটি কাউন্সিলের সহ-চেয়ার দিমিত্রি মেদভেদেভ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'এই কথা যদি তিন মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে শুনতাম, তাহলে আমি উচ্চ স্বরে হেসে উঠতাম।'

তিনটি উপসংহারে পৌঁছানো এখন অনিবার্য। প্রথমত, ইউরোপের দেশগুলো ও সব মিত্রকে ইউক্রেনের পাশে শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। সেটা শুধু অস্পষ্ট পরিকল্পনা দিয়ে নয়, দ্রুত ও সিদ্ধান্তমূলক একটি পরিকল্পনা নিয়ে তাদের দাঁড়াতে হবে, যাতে শান্তি আলোচনা শুরু হলে নিজেরা একটা শক্ত অবস্থান দেখাতে পারে। ইউক্রেন হলো ইউরোপ। তারা ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য লড়াই করছে।

আমেরিকান ও রাশিয়ান দৈত্যের হাত থেকে তাদেরকে ইউরোপের লোকদেরকেই রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় উপসংহারটি হলো, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেকে কেবল সেই পুরোনো আমলের স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের মতো নেতা বলে ভাবছেন না, তিনি নিজেকে গ্যাংস্টারও ভাবছেন।

ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র এত দিন যে সমর্থন দিয়ে এসেছে, তার বিনিময়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের খনিজ তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলেনস্কি সেটা প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ক্ষুব্ধ হন।

এখানে শিক্ষাটা হলো, সব ছোট ও মাঝারি শক্তির দেশকেই আমেরিকান এই গ্যাংস্টারকে মোকাবিলা করতে হবে।

তৃতীয় উপসংহারটি হলো, জি-৭, ন্যাটো ও জি-২০-এর মতো আন্তর্জাতিক জোটে এত দিন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। এখন সদস্যদেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র যে তাদের সঙ্গে নেই, সেটা ধরেই এই জোটগুলোকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে হবে। এর মানে এই নয় যে আন্তর্জাতিক এসব জোট থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিতে হবে। এর মানে হচ্ছে, অন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে আলাপ করতে হবে, যাতে তারা আমেরিকান আচরণের মুখে শক্তিশালী থাকতে পারে।

গত সপ্তাহে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জি-৭-এর বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করতে রাজি হয়নি। এর কারণ হলো, বিবৃতিতি 'রাশিয়ানদের আগ্রাসন' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

এখন জি-৭-এর অন্য ছয় সদস্যরাষ্ট্রের (জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, জাপান ও কানাডা) কী করা দরকার? সত্যটা বলার জন্য তাদের আলাদা বিবৃতি দেওয়া দরকার। তা না হলে রাশিয়ার কাছে হাসির আরও কারণ থাকবে, আর আমাদের সবার জন্য থাকবে কান্নার কারণ।

বিল ইমোট দ্য ইকোনমিস্টের সাবেক প্রধান সম্পাদক

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মাদ্রাসায় নবী সা.-এর জীবন নিয়ে আলোচনা

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বর্তমান অবক্ষায়িত সমাজে যখন বিভেদের বাণী, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা:) -এর জীবনের নানা দিক নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পূর্ব বর্ধমানের আটাঘর তাজপুর হাই মাদ্রাসায়।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নবীজির সীরাত বিষয়ক মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মাওলানা মুহাম্মদ মহসিন সাহেব, মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সেখ সামসুদ্দিন, শিক্ষিকা কবিতা রায়-কেশ , শিক্ষক সেখ নাসির উদ্দিন , সৌরেন্দ্র কোনার প্রমুখ। মাদ্রাসার শিক্ষক কৌশিক দে এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগের দিশা দেখান। এ প্রসঙ্গে তিনি তিনি একটি সুন্দর কবিতাও আবৃত্তি করেন। যার মূল ভাবনায় ছিল সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও মহানুভবতা। এদিনের অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা কেরাত ,গজল, নাতে রসূল, মুহাম্মদ (সা:)-এর বিভিন্ন বাণী ও নবী জীবন নিয়ে কবিতা, বক্তব্য পরিবেশিত হয়।

বাসুবাটি মেজ হুজুরের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ

আপনজন: কলকাতার সোমবার উর্দু একাডেমি মেজ হুজুর দরবার শরীফের পিরে কামিল মেজ হুজুর নামে একটি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সৈয়দ খাজা মজিদুল ইসলাম রহ. এর নামে বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের পরিচিতি। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি ওয়ায়েজুল হক, সংখ্যালঘু সেলের সহ সাধারণ সম্পাদক মহঃএহতেশামুল হক, পীরজাদা সৈয়দ মিনহাজ আল কাদেরী হোসাইনী, আইনজীবী সৈয়দ নাসিরুল হোসেন, কামরান হোসেন, মইন আক্তার,ও সেক হাসান প্রমুখ।

মগরাহাট আইটিআই কলেজে বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট আইটিআই কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। এই আইটিআই কলেজ থেকে তাহমিনা খাতুন নামে এক ছাত্রী অল ইন্ডিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সেই আইটিআই কলেজের আজকের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্ব বিধায়িকা নমিতা সাহা, বিডিও তুহিন শুভ্র মেহান্তি, সভাপতি রুনা,ইয়াসমিন সহ সভাপতি সেলিম লস্কর, মগরাহাট আইটিআই কলেজের অধ্যাপক সুখেন্দু নাইয়া, অধ্যাপক রাজু কংস বণিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবপ্রসাদ সাহা, সাইল এন্টারপ্রাইজ এর কর্ণধার সাহিল লস্কর ছাড়াও একাধিক শিক্ষক মন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা চোখে পড়ার মতো।

উদ্বোধন প্লাস পয়েন্ট নার্সিংহোমের

আপনজন: মেটিয়াব্রুজ কালিকাপুর মাঝেরপোল কালিকাপুরে প্লাস পয়েন্ট নার্সিং হোমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।জরুরি ভিত্তিতে রোগী ভর্তি সহ বেশ কয়েকটি আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্ণধার সাকিল সাহেব জানান কম খরচে এখানে পরিষেবা দেয়া হবে।পরে বেড এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উদ্বোধন করেন মাদার পাড়া দরবার শরিফের প্রধান মাওলানা মুফতি নুরুল্লাহ সাহেব, কারী ইলিয়াস সাহেব। উপস্থিত ছিলেন হাজী আবু তালেব মোল্লা আফতাব উদ্দীন সাহেব সহ বিশিষ্টরা। ছবি: নুরুল ইসলাম খান

ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ সভা বীরভূমে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ও কেন্দ্রের বিতর্কিত ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া দেশজুড়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে আজ বীরভূম জেলার নলহাটি বিধানসভার ফতেপুর মোড়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (অর্গানাইজিং) সুমন মন্ডল, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন, বীরভূম জেলা সভাপতি মোঃ জসিমুদ্দিনসহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও আলেমগণ।

সভায় রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম বলেন, "বিজেপি সরকার মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে ওয়াকফ সম্পত্তি লুটের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অথচ তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিআইএম নীরব দর্শকের ভূমিকায়! তৃণমূল সরকার মুসলমানদের ভোটে ক্ষমতায় এলেও এখন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মুসলমানদের রক্ষক সাজতে চান, কিন্তু যখন মুসলিমদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি নির্বাক!" তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেস ও সিপিআইএমও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার নামে প্রতারণা করেছে। বাস্তবে ওয়াকফ সম্পত্তি লুটের চক্রান্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারাও জড়িত। এসডিপিআই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চায়–আমরা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ব, মুসলিমদের সম্পত্তি রক্ষায় একচুলও আপস করব না!"

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষাধিক একর, যার বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা, যা থেকে বার্ষিক আয় হয়– ১২ হাজার কোটি টাকা। বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করতে এই সম্পদ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটি শুধু সম্পত্তির দখল নয়, এটি হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ!"

বীরভূম জেলা সভাপতি মোঃ জসিমুদ্দিন বলেন, "ওয়াকফ সম্পত্তি শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, এটি মুসলিম সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত। ব্রিটিশরা এই সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল, আর এখন বিজেপি সরকার সেই ষড়যন্ত্র আরও ভয়ঙ্করভাবে বাস্তবায়ন করছে।"

তিনি আরও বলেন, "অতীতে ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে মাদ্রাসা, হাসপাতাল, মসজিদ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। এখন এগুলো ধ্বংসের মুখে! আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা করতেই হবে, নাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না!" এসডিপিআই নেতৃত্ব ঘোষণা করেন, ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে। জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে তারা বলেন, "যারা আমাদের সম্পদ কেড়ে নিতে চাইছে, তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে!"

গ্রামীণ সম্পদ কর্মচারী সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন এর অধীন গ্রামীণ সম্পদ কর্মী (ভিআরপি) রাজ্য শাখার সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হলো মুর্শিদাবাদ জেলা ভিআরপি কনভেনশন।

শনিবার জেলা সদর বহরমপুর রবীন্দ্র সদন গৃহে উপস্থিত ছিলেন জেলার ৯ শতাধিক গ্রামীণ সম্পদ কর্মী। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি এবং ডেঙ্গি প্রতিরোধ যা তৃণমূল স্তরে গ্রামীণ সম্পদ কর্মী ভিআরপিদের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়, বিষয় গুলো আলোচনা হয় এ দিনের অনুষ্ঠানে। রাজ্য ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েকের অনুমোদনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য বারীন মজুমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি দেবাশীষ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, গ্রামীণ সম্পদ কর্মী শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান, সম্পাদক সুধাংশুদেব রায় এবং তারক কর্মকার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। নবগঠিত ভিআরপি মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন সামসুর রহমান, এবং সম্পাদক ইলিয়াসুর রহমান, এদিনের এই মঞ্চ থেকে সামাজিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নওদা ব্লকের ভিআরপি কর্মী তারক মন্ডলকে যিনি ২৮ বছর বয়সে ২৭ বার রক্ত দান করেছেন, তাকে সম্বর্ধিত করা হয় পাশাপাশি ভিআরপি কর্মীর মেয়ে সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হরিহর পাড়া ব্লকের নিশাত রাইসা যিনি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও মাধ্যমিকে মেধার পরিচয় দিয়েছেন ও বর্তমানে বিএ প্রথম বর্ষের ছাত্রী, তাকেও এই মঞ্চ থেকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

রাজ্যে স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য বারীন মজুমদার বলেন কনভেনশনের পাশাপাশি সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সারা রাজ্যব্যাপী এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকেন, এবং আগামীতেও করবেন।

হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কৃতীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: 'প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের অর্থ অতীতকে ছুঁয়ে দেখা আর বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা।' হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২৪শে ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা এই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সরকারি প্রতিনিধি দেবেশ মণ্ডল। ২০২৪ সালের বিভিন্ন কাজের খতিয়ান দিয়ে অধ্যাপক কিঙ্কর মণ্ডলের সম্পাদনায় 'এক বছরে এক নজরে হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়-২০২৪' শিরোনামে তথ্য সমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন বিধায়ক, পরিচালন সমিতির সরকারি প্রতিনিধি সুদীপকুমার মণ্ডল, অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শামীম ভড়, শিক্ষক সমিতির সম্পাদিকা পারমিতা সরকার, ইন্দ্রকুমার রায়, তেজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পরিচালন সমিতির শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি তাপসকুমার দাস ও অন্যান্য অতিথিরা।

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দীন জানান, '২০২৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় বিভিন্ন বিভাগের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক আটজন ছাত্রছাত্রী, ছাত্রসপ্তাহে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল আঠারো জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়।' তিনি আরও জানান, 'বিভিন্ন উপসমিতি, সেল, জাতীয় সেবা প্রকল্পের দু'জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাসেবক, দু'জন অধ্যাপক, তিনজন শিক্ষাকর্মীকেও পুরস্কৃত করা হয়।'

তিন বছর আগে মাত্র তিন মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে ভর্তি হয়ে, দু'টি নদী পেরিয়ে পড়াশোনা করে ইংরাজীতে সাম্মানিক স্নাতক সোহিনী চক্রবর্তীকে ২০২৪ সালের 'সেরার সেরা শিক্ষার্থী' হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসে ইংরাজী ও ভূগোল বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা সৌমিতা মল্লিক, বনানী চৌধুরী, ঈশিতা দে, অধ্যাপক সুশান্ত রায়, উদয় দাস, প্রাক্তন অধ্যাপক নীলাঞ্জন বল, শিক্ষাকর্মী রাকেশ হালদার, ছাত্রী মনিকা সামন্ত ও সঞ্জনা ঘোষ নৃত্য, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা ও সংগীত পরিবেশন করেন।

সকালে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীরা উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন। এদিন কলেজের দু'জন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুমন মজুমদার ও শুক্লা ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী তেজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, উৎকর্ষ বাংলার হিঙ্গলগঞ্জ সেন্টারের ডিরেক্টর ইন্দ্রকুমার রায়, প্রাক্তন ছাত্র আল আমিন গাজী, রাকিবুল ইসলামসহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের পাশে দাঁড়ালেন এসপি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত সিভিক ভলান্টিয়ার বিষ্ণুপদ কর্মকারের পাশে দাঁড়ালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস। তাঁর নির্দেশে মঙ্গলবার ডিএসপি (ক্রাইম) সুরজিৎ মণ্ডল বিষ্ণুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পুলিশি সাহায্য পেয়ে খুশি হয়ে বিষ্ণুপদ বলেন, "পুলিশ আমার পাশে দাঁড়িয়ে বড় উপকার করেছে। এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য আমাদের ওসি স্যার ও পুলিশ সুপার স্যারকে ধন্যবাদ জানাই।"

পুলিশ জানায়, ৫ই জুলাই ২০২৩ তারিখে গলসি থানার সিভিক ভলান্টিয়ার বিষ্ণুপদ কর্মকার ট্রাফিক ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনার শিকার হন। ঘটনার জেরে তাঁর ডান হাঁটুতে গুরুতর চোট লাগে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ২৮শে নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর হাঁটুর অস্ত্রোপচার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অপারেশনের পরে দুর্ভাগ্যবশত, বিষ্ণুপদর পায়ে সংক্রমণ দেখা দেয়। পা ফুলে যাওয়া ও তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। এরপরই চিকিৎসকেরা দ্রুত উন্নত চিকিৎসা ও পুনরায় অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। যার জন্য প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল। অনেক চেষ্টার পর ১.৫ লক্ষ টাকা জোগাড় করেন বিষ্ণুপদ।

এরপর স্থানীয় এক ব্যক্তি বিষ্ণুপদের চিকিৎসার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে "গলসি নাগরিক সমাজ" নামক একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করে ১ লক্ষ টাকা সাহায্যের আবেদন জানান। সেখানে বেশ কয়েকজন সাহায্যও করেন। পোস্টটি নজরে আসে গলসি থানার ওসি অরুন কুমার সোমের। তিনি বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাসকে জানান। এরপরই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ডিএসপি (ক্রাইম) সুরজিৎ মণ্ডল বিষ্ণুপদের বাড়িতে এসে এক লক্ষ টাকা তুলে দেন। ওসির প্রচেষ্টা ও জেলা পুলিশ সুপারে মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

মহুয়া মৈত্রর হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: রাজ্যকে বঞ্চনা করার অভিযোগে আরো একবার কেন্দ্রকে দুষল তৃণমূল। মঙ্গলবার থানারপাড়া থানার গোপালনগর স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠে কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে নারায়ণপুর ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয় । এদিন প্রতিবাদ সভার পাশাপাশি যোগদান সভা করা হয় । এদিনের সভায় নারায়নপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুইজন সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য ও একজন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং নারায়ণপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম নেতৃত্ব পল্টু হালসানা ও নতিডাঙ্গা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ প্রায় ১২০০ ভোটার এদিনের সভায় তৃণমূলে যোগদান করেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সহ তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ।

বাল্যবিবাহ, সাইবার ক্রাইম সচেতনতা সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বাল্যবিবাহ জেলার বুকে এক জলজ্যান্ত সমস্যা। এনিয়ে সমগ্র প্রশাসন মহল নড়েচড়ে বসেছে। যার প্রেক্ষিতে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও সচেতনতার বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। সেরূপ রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর শম্ভুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার স্থানীয় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে মূলতঃ দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা ও বিভিন্ন আইন সমন্ধে যেমন আলোচনা হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ,শিশু শ্রম, নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম, নেশা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। বাল্যবিবাহ রোধে কি কি করনীয়। সমাজজীবনে এর প্রভাবে কি কি সমস্যায় পড়তে পারেন। শারীরিক গত ভাবেই বা কি হতে পারে। এসম্পর্কে আইনের কি বিধি ব্যবস্থা রয়েছে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর গুলো সহজসরল ভাবে পড়ুয়াদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। স্থানীয় থানা, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নিকট কিভাবে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তার জন্য কি করনীয় তাহা ও উল্লেখ করেন। সর্বপরি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ তথা সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের মধ্যে পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করে স্থানীয় থানা সহ জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। সে বিষয়ে পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। এদিনের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব ও জজ নিরুপমা দাস ভৌমিক, অধিকার মিত্র মহম্মদ রফিক, রাজনগর থানার ও, সি, ঝুমুর সিনহা, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনিব্রত সিনহা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগন।

বক্তব্যের শেষে প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলে এবং সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

টিএমসিএস কমিউনিটির লোগো উদ্বোধন

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ৩০শে মার্চ সোশ্যাল মিডিয়ার টিএমসি সাপোর্টার্স কমিউনিটি ২০ বছরে পড়বে। এই উপলক্ষ্যে আজ কলকাতার আস্থা কমিউনিটি হলে প্রস্তুতি মিটিং ও টিএমসিএস কমিউনিটির ২০বছরের লোগো উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক প্রিয়দর্শিনী ঘোষ ,সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল , মুখপাত্র রিজু দত্ত সহ যুব ও ছাত্র নেতৃত্ববৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের নেতৃত্ব - সায়ন্তন মুখার্জি , অর্ক সাহা , উপাসনা চৌধুরী , অর্পণ ব্যানার্জি , বিশিষ্ট সমাজসেবী ড: সোমা মুখার্জী ও সারা বাংলা থেকে আগত টিএমসিএস কমিউনিটির নেতৃত্ব সদস্য সমর্থকরা ।

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির দায়ে ধৃত চার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার দায়ে পুরাতন মালদার চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল ঝাড়খণ্ড পুলিশ। তবে এখনও অধরা এই কাণ্ডের আরেক অভিযুক্ত। তার খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা শহরে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। পুলিশে দায়ের করা লিখিত অভিযোগপত্রে নির্যাতিতা কিশোরীর বাবা তথা পুরাতন মালদার এক খ্যাতনামা চিকিৎসক জানিয়েছেন, মেয়েকে পরীক্ষা দেওয়াতে তিনি সেদিন ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে গিয়েছিলেন। সেখানে মেয়েকে নিয়ে তিনি হোটেলেই ছিলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা নাগাদ তিনি খাবার খেতে হোটেলের বাইরে বেরোন। হোটেলের ১০৪ নম্বর ঘরে তাঁর মেয়ে একাই ছিল। ওই হোটেলেরই ২০২ নম্বর ঘরে উঠেছিল পুরাতন মালদার বেশ কয়েকজন যুবক। তারা সেদিন তাঁর অবর্তমানে হোটেলের ১০৪ নম্বর ঘরে আসে। তার মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। মেয়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে তারা তার মেয়েকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে। সেকথা মেয়ে যেন কাউকে না বলে তার জন্য তারা হুমকি দেয়। সেখান থেকে পালিয়ে নিজের ঘরে এসে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কান্দিতে শুরু হল বইমেলা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: রবিবার সাড়ম্বরের সঙ্গে বিপুল বইয়ের সম্ভার নিয়ে শুরু হল কান্দি মহকুমা বইমেলা।গত বছর ন্যায় এই বছরও শিশু থেকে বড়দের বিভিন্ন বইয়ের সম্ভার নিয়ে পথচলা শুরু করল কান্দি বইমেলা।এদিন এই বইমেলা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রাজশ্রী মিত্র, মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সূর্য কুমার যাদব। কান্দি মহকুমা শাসক উৎকর্ষ সিং, কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শাসরেক আম্বেদকর, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কান্দি বিধায়ক অপূর্ব সরকার, কান্দি পৌরসভার পুরো পিতা জয়দেব ঘটক প্রমুখ।

সিবিএফের সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে রোনাল্ডোর শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনাল্ডো নাজারিও গত বছরের শেষদিকে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতি পদে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এখন পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে দিনক্ষণ ঠিক করা না হলেও রোনাল্ডোসহ বাকিরা প্রস্তুতি শুরু করেছেন নিজেদের মতো করে। তবে এরই মধ্যে সিবিএফের নির্বাচনী কাঠামো, প্রক্রিয়া ও স্বচ্ছতা নিয়ে আঙুল তুললেন দেশটির বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। দেশের ফুটবল সংস্থার এই নির্বাচনে হস্তক্ষেপের জন্য ইতিমধ্যে ফিফা, কনমেবল, স্টেট ফেডারেশনসহ ব্রাজিলের ক্লাবগুলোতে চিঠি দিয়েছেন রোনাল্ডো। সেখানে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিমা লেখেন, 'আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলাম যে সিবিএফের আগামী নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। কিন্তু আমি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আইনি নিশ্চয়তার অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছি, যা কি না নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও বৈধতার সঙ্গে আপস করতে পারে।' সেই চিঠিতে ফিফা এবং কনমেবলকে নির্বাচন তদারকি করার অনুরোধও জানান এই ৪৮ বছর বয়সী সাবেক বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি। তিনি লেখেন, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অধিকতর স্বচ্ছতা ও আইনি নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে আমি ফিফা ও কনমেবলের প্রতি অনুরোধ করছি যেন সরাসরি এই নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করে।'

পাকিস্তানে না গিয়ে বিশাল সুবিধা পাচ্ছে ভারত: কামিন্স

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মূল আয়োজক পাকিস্তান হলেও হাইব্রিড মডেলে খেলা হচ্ছে দুবাইয়েও। টুর্নামেন্টের বাকি সাত দল যখন এক শহর থেকে আরেক শহরে ভ্রমণ করছে, ভারত তখন বেশ আরামেই আছে। রোহিত-কোহলিদের ম্যাচগুলোই যে শুধু দুবাইয়ে হচ্ছে! এক ভেন্যুতে সব ম্যাচ হওয়ায় ভারতীয় দলকে ভ্রমণ ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে না। এ কারণে সেখানকার কন্ডিশনের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিয়েছে, পিচ সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে গেছে। এটা ভারতকে বিশাল সুবিধা দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাঙ্কেলের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পারছেন না অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কামিন্স। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্টিভেন স্মিথ। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড লক্ষ্য তাড়া করে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বৃষ্টির কারণে আজ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। সম্প্রতি কন্যাসন্তানের বাবা হওয়া কামিন্স পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ওপর নজর ঠিকই রাখছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, ভারত এই টুর্নামেন্ট থেকে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। ইয়াহু অস্ট্রেলিয়াকে ৩১ বছর বয়সী তারকা বলেছেন, 'টুর্নামেন্ট এগিয়ে যাচ্ছে, এটা ভালো ব্যাপার। কিন্তু ভারত একই মাঠে সব ম্যাচ খেলায় স্পষ্টতই বিশাল সুবিধা পাচ্ছে। তারা এমনিতেই খুব শক্তিশালী দল, তার ওপর এক ভেন্যুতেই সব ম্যাচ খেলে বাড়তি সুবিধা নিচ্ছে।' রাজনৈতিক বৈরিতায় পাকিস্তানে দল পাঠায়নি ভারত সরকার। এদিকে পাকিস্তান সরকারও যেকোনো মূল্যে নিজেদের দেশে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়ে আসে হাইব্রিড মডেল। এই মডেল অনুযায়ী ভারত নিজেদের ম্যাচগুলো দুবাইয়ে খেলছে, বাকিরা পাকিস্তানে। একই গ্রুপে পড়ায় স্বাগতিক পাকিস্তানকেও দুবাইয়ে গিয়ে ভারতের বিপক্ষে খেলতে হয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সবার আগে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছে ভারত। রোববার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে রোহিতের দল। সেই ম্যাচের জয়ী দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে। তবে ফল যা-ই হোক, সেমিফাইনালেও ভারতের প্রতিপক্ষকে দুবাইয়ে যেতে হবে। এমনকি রোহিত-কোহলিরা ফাইনালে উঠলেও লাহোরের পরিবর্তে দুবাইয়ে খেলা হবে। নিজেদের মতো করে সূচি করায় ভারত যে আক্ষরিক অর্থেই সুবিধা পাচ্ছে, কামিন্সের এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চোটের সর্বশেষ অবস্থা জানাতে গিয়ে কামিন্স বলেছেন, 'বাড়িতে দারুণ সময় কাটছে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এবং পুনর্বাসনে অ্যাঙ্কেলের পরিচর্যাও ভালোভাবে চলছে। এ সপ্তাতেই আমি দৌড়ানো এবং বোলিং শুরু করব।' আইপিএল দিয়ে ফেরার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন কামিন্স, 'আগামী মাসে আইপিএল আছে, এরপর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। সামনে অনেক কিছু অপেক্ষা করছে।' ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় কামিন্সের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের ১ লাখ ৩০ হাজার ভারতীয় সমর্থককে স্তব্ধ করে দিতে চান। কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া বিপুলসংখ্যক দর্শককে স্তব্ধ করে দিয়েছে তো বটেই, ভারতের কোটি কোটি মানুষকে কাঁদিয়েছেও।

মরিনিওর বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ এনে মামলা করার হুমকি গালাতাসারাইয়ের

আপনজন ডেস্ক: গতকাল সোমবার টার্কিশ ফুটবলের শীর্ষ লিগে মুখোমুখি হয়েছিল শীর্ষ দুই ক্লাব গালাতাসারাই ও ফেনেরবাচে। হাইভোল্টেজ এ লড়াই শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। এই ম্যাচের পর প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হন ফেনেরবাচে কোচ জোসে মরিনিও। মরিনিও বলেন, ঘরের মাঠে গালাতাসারাইয়ের বেঞ্চে থাকা সদস্যরা 'বানরের মতো লাফালাফি করেছে'। এ সময় রেফারি স্লোভেনিয়ান স্লাভকো ভিনচিচকে নিয়েও কথা বলেছেন তিনি। সমালোচনা করেছেন তুরস্কের রেফারিদেরও। মরিনিওর এমন মন্তব্য গালাতাসারাইয়ের সদস্যদের মধ্যে বেশ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জবাবে তাঁরা মরিনিওকে 'বর্ণবাদী' বলেছেন এবং পর্তুগিজ কোচের বিরুদ্ধে বারবার তুর্কি জনগোষ্ঠীর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ এনেছেন। গালাতাসারাই অবশ্য এটুকুতেই থামেনি। তারা এখন মরিনিওর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে। পাশাপাশি বর্ণবাদী মন্তব্যের জেরে মরিনিওর বিরুদ্ধে ফিফা ও উয়েফাতেও অভিযোগ দিতে যাচ্ছে গালাতাসারাই। এর আগে দুই দলের অনুরোধে এই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় স্লোভেনিয়ান রেফারি বেনচিচকে। আর ম্যাচ শেষে তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদও দেন মরিনিও। মূলত নিজ দলের ডিফেন্ডার আকচিচেক সম্পর্কে বলতে গিয়েই স্লোভেনিয়ান রেফারি প্রসঙ্গ টেনেছেন মরিনিও, 'আমি অবশ্যই রেফারিকে ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথম মিনিটে প্রতিপক্ষের একজন ডাইভ দেওয়ার পর তাদের বেঞ্চের সদস্যরা বানরের মতো লাফালাফি করেছে। টার্কিশ রেফারি হলে প্রথম মিনিটেই আমাদের হলুদ কার্ড দেখানো হতো এবং আমাকে পাঁচ মিনিট পরই তাকে বদলি করে ফেলতে হতো।' মরিনিও আরও বলেছেন, 'আমি ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে রেফারির সঙ্গে দেখা করেছি। সেখানে চতুর্থ রেফারিও ছিল, যে একজন টার্কিশ। আমি তাকে (বেনচিচ) বড় এই ম্যাচে দায়িত্ব পালন করতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। এরপর আমি চতুর্থ রেফারিকে বলেছি, "যদি তুমি এই ম্যাচে রেফারি থাকতে, তবে বিপর্যয় হয়ে যেত।"' এরপর এক বিবৃতিতে গালাতাসারাই জানায়, 'তুরস্কে কোচ হিসেবে কাজ শুরুর পর থেকে ফেনেরবাচে কোচ জোসে মরিনিও তুরস্কের মানুষদের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করে যাচ্ছে। আর তার আজকের মন্তব্য অনৈতিক তো বটেই, অমানবিকও।'

সৈয়দ আব্দুস সামাদ স্মৃতি ট্রফি ফুটবলে জয়ী সারদাময়ী জুয়েলার্স

আপনজন: বহুদিন উপেক্ষিত থাকার পর অবশেষে সামান্য হলেও সম্মানিত হলেন একসময়ের ফুটবলের জাদুকর সৈয়দ আব্দুস সামাদ। গলসির ভুঁড়ি এলাকায় জন্ম নেওয়া এই কিংবদন্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে দরবারপুর তরুণ ক্লাব আয়োজন করল "সৈয়দ আব্দুস সামাদ স্মৃতি ট্রফি" ফুটবল প্রতিযোগিতা। সোমবার বিকেলে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলার সূচনা হয়। ওই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, এরপর অতিথি বরণ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে খেলার উদ্বোধন করা হয়। প্রথম দিনের খেলায় মুখোমুখি হয় জৌগ্রাম ফুটবল একাদশ ও সারদাময়ী জুয়েলার্স। প্রথমার্ধে উভয় দলই ভালো খেলা প্রদর্শন করে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটে সারদাময়ী জুয়েলার্সের খেলোয়াড় অভিজিৎ মুর্মু একমাত্র গোলটি করেন। খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত জৌগ্রাম একাদশ সেই গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয়, ফলে সারদাময়ী জুয়েলার্স ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন অভিজিৎ মুর্মু।

দুদিন ব্যাপী ১৬ দলীয় ফুটবল যেন উৎসবের চেহারা নিল নারায়ণপুরে

হাসিবুর রহমান ● দ: ২৪ পরগনা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ নারায়নপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দুদিন বাকি ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হলো এই ফুটবলকে ঘিরে উৎসবের চেহারা নিয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে কোন টিকিট ছাড়াই সাধারণের অভাব প্রবেশ ছিল সুন্দর পরিবেশ এবং গ্যালারি তৈরি করে মানুষের বসার ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে এলাকার গুণীজনদের সংবর্ধনা মধ্যরাতে চলে বাজী বাজি প্রদর্শনী। নিত্য পরিবেশন। দুদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুণীজন শিক্ষাবিদ কবি সাহিত্যিক রাজনীতিবিদসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস, ভাও একই ব্লক সভাপতি শাহজাহান মোল্লা, ক্যানিং সি আই, ও ঘুটিয়ারি শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ সুকুমার রুইদাস, তরুণ কবি ও গবেষক লিটন রাকিব।
এই খেলার পৃষ্ঠপোষক নারায়ণ পুর অঞ্চলের প্রধান সালাউদ্দিন সরদার বলেন বর্তমানে যুব সমাজ মোবাইলে আসক্ত হয়েছে তারা বিভিন্ন গেমে সিরিয়ালে সিনেমায় ফেসবুক ইউটিউবে শরীর চর্চা করতে ভুলে যাচ্ছে। যাতে খেলাধুলা দিয়ে খেলাধুলার উপরে আগ্রহ তৈরি হয় শরীর চর্চা করে সেই উদ্যোগ নিয়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট।

'কোহলির মতো খেলোয়াড় প্রজন্মে একবার আসে'

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলির ভূঁয়সী প্রশংসা করেছেন স্বদেশি সাবেক তারকা ক্রিকেটার নভজ্যোৎ সিং সিধু।
ক্রিকেট মাঠ থেকে রাজনীতিতে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য হয়ে যাওয়া সিধু বলেছেন, যেকোনো খেলার উন্নতির জন্য রোল মডেলের প্রয়োজন হয়, যে সবকিছুর উর্ধ্বে থাকে। বিরাট কোহলির মতো খেলোয়াড় প্রজন্মে একবার আসে। বিরাট একাধিক রেকর্ড গড়েছে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১৪ হাজার রান সম্পন্ন করা।
গত রোববার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চলতি আসরের পঞ্চম ম্যাচে মুখোমুখি হয় চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। সেই ম্যাচে কোহলির সেঞ্চুরিতে ২৪২ রানের টার্গেট তাড়ায় ৪৫ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের দাপুটে জয়ে পাকিস্তানকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করে সেমিফাইনালে উঠে যায় ভারত।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে কোহলি একাধিক রেকর্ড গড়েছেন। ইতোমধ্যে ৮২টি সেঞ্চুরি করে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করা কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যেতে হলে আর মাত্র ১৯টি সেঞ্চুরি করতে হবে কোহলিকে।
কোহলির প্রশংসা করে সিধু বলেছেন, বিরাটের মধ্যে ক্রিকেট প্যাশন রয়েছে। আজকের শতরানের পর আমি এটা বলতে পারি যে সে আগামী দুই-তিন বছর খেলবে এবং আরও ১০-১৫টি সেঞ্চুরি হাঁকাবে। একজন ক্রিকেটার তার খারাপ সময় কিভাবে কাটিয়ে ওঠে সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
২০২০ সালের পর থেকে কোহলির টেস্ট ক্রিকেটে খারাপ সময় শুরু হয়। রান পেতে ব্যর্থ হন তিনি। যার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার পরিসংখ্যানে। গত বছর নিউজিল্যান্ডে এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সিরিজ হারের পর যেন আরও বেশি করে কথা শুরু হয় কোহলির ফর্ম নিয়ে।
সিধু বলেন, গত ছয় মাসে ওকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইনিংসটা তাকে অক্সিজেন দেবে, আগামী ১০ বছর লোকে এটা মনে রাখবে। আপনি যদি ওর ড্রাইভ দেখেন তাহলে সেই পুরোনো বিরাটকে খুঁজে পাবেন। এরাই সেই খেলোয়াড় যারা তরুণদের অনুপ্রাণিত করে।
যেকোনো খেলার উন্নতির জন্য রোল মডেলের প্রয়োজন হয়, যে সবকিছুর উর্ধ্বে থাকে। বিরাট কোহলির মতো খেলোয়াড় প্রজন্মে একবার আসে। ও কোহিনুর। বিরাট একাধিক রেকর্ড গড়েন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল দ্রুততম ব্যাটসম্যান হিসাবে ১৪ হাজার রান সম্পন্ন করা।

বৃষ্টিতে ভেসে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টিতে ভেসেই গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ। একটি বল হওয়া তো দূর অস্ত, এ ম্যাচে টসই হয়নি। অপেক্ষার সমাপ্তিতে পরিত্যক্তই লেখা হলো ম্যাচের ভাগ্যে। দুই দলই এক পয়েন্ট করে ভাগাভাগি করেছে।
আজ বেলা তিনটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ম্যাচটি, আড়াইটায় টস। এই ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। অবশ্য এখনো সেমিফাইনালে ওঠার আশা আছে 'বি' গ্রুপের বাকি দুই দল ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তানের জন্য।
আগামীকাল করাচিতে একে-অপরের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান। এ ম্যাচে যে দল হারবে, নিশ্চিতভাবেই তারা বাদ পড়ে যাবে। জয়ী দল নিজেদের শেষ ম্যাচটিও জিতলে সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ আসবে তাঁদের সামনেও।
বৃষ্টিতে ম্যাচ পণ্ড হওয়ায় হতাশ সমর্থকেরাও। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডে হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এবং আফগানিস্তান হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তানের পয়েন্ট শূন্য। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়ার শেষ ম্যাচ আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

মথুরাপুরে এম পি কাপের ফাইনালে বিজয়ী হলো সাগর বিধানসভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: মথুরাপুরে এমপি কাপে জয়ী হলো সাগর বিধানসভা। শনিবার থেকে তিনদিনের এম পি কাপ শুরু হয়েছিল মথুরাপুরে। বিরাট তারকা সমাবেশের মধ্যে দিয়ে এই কাপের সূচনা হয়। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদারের উদ্যোগে কৃষ্ণচন্দ্রপুর বিবেক ময়দানে ১৬ দলের এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার শেষ দিনে সেমি ফাইনাল থেকে ফাইনালে ওঠে মগরাহাট পূর্ব এবং সাগর ভারতী সংঘ। জয়ী হয় সাগর ভারতী সংঘ এবং বিজয়ী হয় মগরাহাট পূর্ব ট্রাইবেকারে।ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয় সাগর বিধানসভা। ম্যান অব দ্যা সিরিজ হয় সাগর বিধানসভা। ফাইনালের দিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা,মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, মগরাহাট প: বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা সহ একাধিক জেলা পরিষদ সদস্য, ৫ টি থানার আইসি, দুটি থানার ওসি,সিভিক ভলেন্টিয়ার ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ফাইনাল খেলা দেখতে এদিন জনসমুদ্রের চেহারা নেয় এলাকা। এদিন ফুটবলের ফাইনাল খেলার শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিচিত্রা অনুষ্ঠান। বিচিত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রের দুজন বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী। অভিনেতা প্রসেনজিৎ ও অভিনেত্রী শ্রাবন্তী। আর তাদেরকে দেখার জন্য মহিলাদের সংখ্যা ছিল দেখার মত। মধ্য রাত অবধি মাঠ ছিলো পরিপূর্ণ। সর্বশেষে এদিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এম পি কাপের আয়োজক সাংসদ বাপি হালদার আগামী বছর আবার হবার কথা জানালেন।

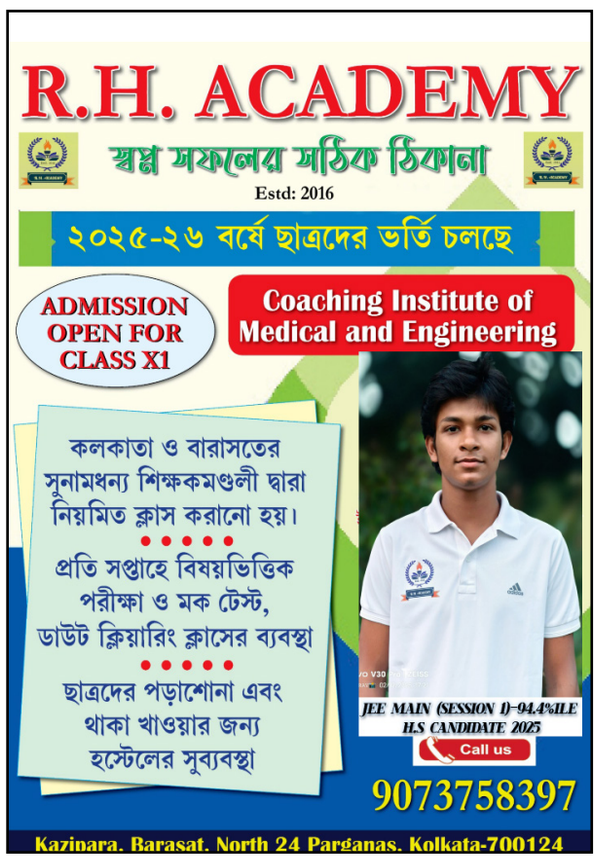

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Hawue, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Hawue**